শ্রীল বৃন্দাবন দাস বিরচিত

# শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ চরিতামৃত

প্রকাশক : শ্রী কিশোরীদাস বাবাজী

।। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্ ।।

# ।। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ।।

( পঞ্চম সংস্করণ )

ব্যাসাবতার

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট — শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ— হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা,

পিন ঃ ৭৪৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ।

দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫ / ৯৬৮১৭০৪৮০১

১৪১৮ বঙ্গাব্দ (ইং : ২০১১)

Editor :

Sri Kishori Das Babaji
Sri Sri Nitai-Gouranga Gurudham,
Jagatguru Sripad Ishwarpuri's Sripath,
Sri Chaitannya Doba
Halisahar, North 24 Pgs., Pin - 743134, P.B., India.
Tel. : (033) 2585-0775 / Mob. : 9681704801



পঞ্চম সংস্করণ ।। শ্রীচৈতন্যাব্দ - ৫২৫
১৮ই ভাদ্র রাধাষ্টমী, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ ( ইং : ০৫/০৯/২০১১ )

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন — ৭৪৩১৩৪
ফোন — (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫, মোবাইল — ৯৬৮১৭০৪৮০১

২। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী ( কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ),
কোলকাতা — ৭০০০০৬, ফোন — (০৩৩) ২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী,
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা,
পোঃ তমলুক, পিন - ৭২১৬৩৬
জেলা ঃ মেদিনীপুর, ফোন — (০৩২) ২৮২৬-৭৮৭১

**ভিক্ষা — ৬০.০০ টাকা**

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, শ্রীচৈতন্যডোবা।

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

## ।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণাবলে তাঁহার অভিন্ন তনু প্রেম - ভাণ্ডারী অখিল জীবের একমাত্র ত্রাতা পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমামূলক শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন ঃ

অন্তরে নিতাই বাহিরে নিতাই নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই নাগরী নিতাই নিতাই কথা যে কয়।।
সাধন নিতাই ভজন নিতাই নিতাই নয়নতারা।
দশদিকময় নিতাই সুন্দর নিতাই ভুবনভরা।।
রাধার মাধুরী অনঙ্গ মঞ্জরী নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর বদন সুন্দর সখা সখী বলদেবে।।
রাধার ভগিনী শ্যাম সোহাগিনী সব সখীগণ প্রাণ।
যাঁহার লাবণি মণ্ডপ সাজনি শ্রীমনিমন্দির নাম।।
নিতাই সুন্দরে যোগপীঠ ধরে রত্ন সিংহাসন সে যে।
বসন নিতাই ভূষণ নিতাই বিলসে সখীর মাঝে।।
কি কহিব আর নিতাই সবার আঁখি মুখ সর্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নূতন রঙ্গ।।
নিতাই বলিয়া দুবাহু তুলিয়া চলিব ব্রজের পুরে।
দাস বৃন্দাবন করে নিবেদন নিতাই না ছাড়ো মোরে।।

প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা যথা — শ্রীস্বরূপ গোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ —

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদকশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।

পরব্যোমব্যুহাধিষ্ঠিত মহাসঙ্কর্ষণ, কারণ জলাশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী সহস্রশিরাঃ পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনন্ত, ইঁহারা যাহার অংশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ; সেই নিত্যানন্দ রাম আমার একমাত্র স্মরণ হউন। অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী মূল সঙ্কর্ষণই প্রভু নিত্যানন্দ।

প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতোধৃত শ্রীঅনন্তসংহিতায়াং

ধরণী শেষসম্বাদে —

নিবাস শয্যাসন-পাদুকাং শুকোপাধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাংগতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ।।

প্রভুর নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান (বালিশ) ও ছত্র প্রভৃতি সর্ববিধ সেবার মূরতি স্বরূপ সেই সদানন্দ প্রদানকারী নিত্য আনন্দের আধার সন্ধিনীশক্তি শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভু সর্বদা শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গসঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া প্রভুকে সর্বতোভাবে সুখ প্রদান করিতেছেন। আর ইচ্ছা শক্তিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে, বহুভাবে প্রভুর রূপ-গুণ-লীলা - মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

তাইগৌর প্রেমের ভাণ্ডারী প্রভু নিত্যানন্দ। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাব্যতিরেকে শ্রীগৌরপ্রাপ্তি তথা ব্রজপ্রাপ্তি কুত্রাপি সম্ভব নহে। তাই ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মাধ্যমে বলিয়াছেন। যথা —

নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাই'র পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিতাই পদ পাসরিয়ে অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে ভজ নিতাইর চরণ-দু'খানি।।
নিতাইর চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাভিলাষী ভক্তগণের শ্রীনিতাইচাঁদের অভয় পদারবিন্দে একান্ত শরণ ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। এতাদৃশ শ্রীনিতাইচাঁদের মহিমা জ্ঞাত হইয়াও যদি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তাহা হইলে কোটি কল্পেও আর নিস্তারের উপায় নাই। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

*"নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন। গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন।"*

মায়ামোহতমাচ্ছন্ন হইয়া যদি কোন জীব শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দা করে এবং তাঁহার অপার্থিব লীলা-চরিত্রে ভ্রান্তিবশতঃ দোষারোপ করে, সেই দুরাচারীকে

দেখিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীও দূরে পলায়ন করে। তাহার নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সমান শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিক প্রিয় আর কেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে জীবজগৎকে বারে বারে সতর্ক বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণন যথা —

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান। নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান।।
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়। সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়।।
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ। মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।

এ হেন মহিমাসম্পন্ন পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণন করিয়া জগৎ ধন্য করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাধন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমগ্র লীলাকাহিনী বর্ণন করতঃ জগৎবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এতাদৃশ মহিমামণ্ডিত সর্বজন বন্দিত প্রভু নিত্যানন্দের মহিমামূলক গ্রন্থ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত প্রকাশ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এখন আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে সুধী ভক্তবৃন্দ প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ পরিতৃপ্ত হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। গ্রন্থের সম্পাদনা বিষয়ে বহুমুখী ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। সুধী ভক্তবৃন্দ সর্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া কৃপাশীষ প্রদানে ধন্য করিবেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গত ১৩৮২ সালে মৎপ্রণীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার পর গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ শেষ হওয়ার পর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছি। এই সংস্করণে খড়দহ নিবাসী নিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত মানস মোহন গোস্বামী মহোদয়, তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহের চিত্রটি প্রচ্ছদপত্রে প্রকাশ করতে দেওয়ায় তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরসুন্দর তাহার সর্বিক কল্যাণ বিধান করুন।

পূর্ব সংস্করণের সার্ব্বিক বিষয় বজায় রাখিয়া পঞ্চম সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটিল। এখন সুধী ভক্তমণ্ডলী আস্বাদন করুন।

জয় নিতাই, জয় শ্রীগৌরসুন্দর।

নিবেদক —
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিখারী
দীন
কিশোরীদাস

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম।
শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির।
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা।

## ।। প্রভু নিত্যানন্দের জীবন চরিত ।।

কলিযুগ পাবনাবতার প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা সহায়ের জন্য অবতীর্ণ হইয়া নামে-প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। ব্রজের সন্ধিনীশক্তি স্বরূপ মূল সঙ্কর্ষণই প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-লীলারস সম্যক উপলব্ধি করিয়া প্রভুকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই তাঁহার অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রয়াস। আর সর্বানুরূপ সেবার মূরতিরূপে যেমন দাস, সখা, বড় ভাই, পিতা, মাতা, বসন, ভূষণ, খট্টা, শয্যা প্রভৃতি রূপে বিরাজ করিয়া প্রভুর সুখ বিধান করিতেছেন। সর্ব আনন্দের আধার প্রেমভাণ্ডারী জীবের অনন্যগতি প্রভুর অভিন্ন কলেবর প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে পদকর্ত্তা বলরাম দাসের বর্ণনা যথা —

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ ; যার অংশ কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা, সেই রাম রোহিনী নন্দন।।
যাঁর লীলা লাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান, যাঁর রূপ ভুবনমোহন।
এবে আকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন।।
ব্রজের বৈদগ্ধি সার, যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাস কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ।।

এতাদৃশ পরম মহিমান্বিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অবর্ণনীয়। প্রভু

নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রাঢ়ে একচাক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী।। নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ, হাড়াই পণ্ডিতের এই সাতজন পুত্র। প্রভু নিত্যানন্দ সকলের জ্যেষ্ঠ। প্রভু নিত্যানন্দ একচাক্রা ধামে আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রামাদি অবতারের লীলা অনুক্রমে সঙ্গী বালকগণসহ বাল্যখেলা করতঃ প্রভুর লীলারসে বিভোর থাকিতেন। তারপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেম বিলাস — ২৪ বিলাস —

দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে। নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিলা ভিক্ষা করে।।
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয়। নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করয়।।
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা। তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা।
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈল অবধূত। ঈশ্বরপুরীসহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত।।

প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশে পাণ্ডুপুর গ্রামে উপনীত হন। সেই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ নিজ তেজ ঈশ্বরপুরীতে আরোপ করেন এবং প্রভু নিত্যানন্দে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সেই বলরাম শক্তি আরোপ করিতে বলিয়া তথায় অপ্রকট হন। ঈশ্বরপুরী বিশ্বরূপের নির্দ্দেশ অনুসারে নিত্যানন্দে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বরূপের প্রদত্ত বলরাম শক্তি আরোপ করেন। এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ ঈশ্বরপুরী সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দে তীর্থভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ঈশ্বরপুরী প্রভু নিত্যানন্দকে একাকী রাখিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর সমীপে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা মাধবেন্দ্রপুরীসহ মিলিত হইলেন। উভয়ের মিলনে অপূর্ব প্রেমের বন্যা উচ্ছলিত হইল এবং উভয়ে প্রেমের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রেমানন্দে উদ্ভাসিত হইলেন। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া আপনার পূর্ব লীলাস্থলীর স্মরণে প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন এবং নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরী অন্তর্দ্ধানের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভু ও নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গসহ মিলিত হন। তৎপর গয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গকে দীক্ষা

প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ সমীপে গমন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশ কাহিনী বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশ কাহিনী শ্রবণ করতঃ প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলেন। পরে গৌরাঙ্গসহ মিলন করতঃ শ্রীবাস ভবনে মালিনীর পুত্রভাবে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস গৃহে ব্যাসপূজা, নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ভঞ্জন, মালিনীর ঘৃতবাটী আনয়ন প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলা করেন। শচীমাতা নিতাইকে পাইয়া পুত্র বিশ্বরূপের শোক নিবারণ করিলেন। তারপর গৌরাঙ্গ আদেশে ঠাকুর হরিদাস সমভিব্যহারে নদীয়ায় ঘরে ঘরে নাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া দয়াল নিতাই নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিলে, নিত্যানন্দ অঙ্গসঙ্গীরূপে কাটোয়া, শান্তিপুরে হইয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমন করতঃ দুই বর্ষ অবস্থান করিলেন। প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে চাতুর্ম্মাস্যকালীন নীলাচলে গমন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৌড়ে আগমন কালে প্রভু প্রেম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে পানিহাটি গ্রামে আগমন করতঃ রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। তারপর এড়িয়াদহ, খড়দহ, সপ্তগ্রামে আসিয়া সুবর্ণবণিক কুলকে উদ্ধার করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সুখ বিধান করিলেন। কিছুকাল গৌড়ে প্রেম প্রচার করিয়া এক বর্ষ একাকী প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমন করিলেন এবং দ্বার পরিগ্রহ করিবার জন্য প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়া পানিহাটী গ্রামে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে কৃপাচ্ছলে ব্রজের পুলীন ভোজন লীলা অনুরূপ 'দণ্ড-মহোৎসব' লীলা করিলেন। তারপর সপ্তগ্রাম হইতে উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া কালনায় শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাদেবীকে বিবাহ করিলেন এবং খড়দহে আগমন করিয়া শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে অবস্থান করতঃ তথায় শ্রীপাট স্থাপন করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে অবস্থান করিয়া প্রভুর আদেশে গৌড়মণ্ডলবাসীকে গৌরপ্রেমে উদ্ভাসিত করিলেন। শ্রীপাট খড়দহে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র, কন্যা গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হন। প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়দেশবাসীগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের আট

বৎসর পরে অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি — অদ্বৈত প্রকাশ — ২২ অধ্যায় —

হেনমতে গত হইল অষ্টম বৎসর।।

একদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। গৌরগুণ স্মরি প্রেমে হইলা অধৈর্য্য।।
হেনকালে পত্রী আইল খড়দহ হৈতে। লিখিলা শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যে যাইতে।।
ক্রমে সপ্তরাত্রি দুঁহে বসিয়া নির্জ্জনে। কিবা কথাবার্ত্তা কহে কেহ নাহি জানে।।
অষ্টম দিবসে অদ্বৈত মহারঙ্গে। গৌর গুণকীর্ত্তন করয়ে ভক্ত সঙ্গে।।
মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে অগেয়ান। শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান।।
যতেক মহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা। অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান কৈলা।।

তথাহি — শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে অন্তখণ্ডে ১৩শ অধ্যায় —

নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি। শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে গৌরমূর্ত্তি।।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব। মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।।
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা। বসু-জাহ্নবারে লইয়া গমন করিলা।।
তথা হৈতে একচাক্রা করিল গমন। বঙ্কিমদেবেরে গিয়া করে দরশন।।
কতদিন বঙ্কিমদেবেরে দেখি তথা। বঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা।।

তথাহি — শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ) — উত্তর খণ্ড

'আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি।।'

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ লীলা সম্বরণ করেন। দয়াল নিতাইচাঁদের করুণায় আজ আচণ্ডালে গৌর প্রেমরসে বিভাবিত হইবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই আজ সকলে মিলে প্রভু নিতাইচাঁদের জয়গান করুন। তাঁহার অপার মহিমা ও করুণার কথা স্মরণ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃপাভিক্ষা করুন। যেন ত্রিতাপ জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সুনির্মল গৌরপ্রেমে বিভোর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। পরম দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ সবার কল্যাণ করুন ইহাই কাম্য।

জয় নিতাই, জয় শ্রীগৌরসুন্দর।

## ।। গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী ।।

গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় প্রেম প্রকাশের প্রারম্ভে চতুর্থ বর্ষীয়া কন্যা নারায়ণীকে প্রেম প্রদান করিয়া জগতে প্রেম প্রকাশ ও প্রচার লীলার সূচনা করেন এবং চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। এই অপ্রাকৃত শক্তির সংরক্ষণের পরিণতিরূপে কতদিনে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীনারায়ণী দেবী স্বচক্ষে গৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতার মুখে শ্রবণ, মুরারী গুপ্তের কড়চার সূত্র ও স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থকার প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে বহু লীলার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারই লেখনী প্রসূত এই গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে কিনা তাহার সঠিক কোন প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রেম-বিলাসাদি গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

তথাহি — শ্রীপাট পর্যটনে —

হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ভুবন বিখ্যাত।।
নতিগ্রামে জন্মস্থান, স্থিতি দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত কৈল প্রচারিতে।।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেঁহো। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ।।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস। তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ।।
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে।।
ভ্রাতৃ কন্যা গর্ভবতী পতিহীনা দেখি। আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিল রাখি।।
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস।।
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরণ পোষণ।।
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল। নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল।।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান করিবার পরে। দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন বসতি যে করে।।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতার নাম বৈকুণ্ঠ বিপ্র। মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। হালিসহরের নতিগ্রাম নামক স্থানে তাঁহার পিতৃভূমি। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন পিতা বৈকুণ্ঠ বিপ্র অন্তর্দ্ধান করিলে মাতা অসহায় হইয়া পড়েন। সে সময় মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিত নারায়ণী দেবীকে আপনার

কুমারহট্ট ভবনে আনিয়া সযতনে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন। তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থানের পর মাতার সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত সেবায় অবস্থান করিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূর্ব্বাবতার সম্পর্কে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার বচন যথা —

তথাহি — ১০৯ শ্লোক —

বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখ যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ।।

সত্যবতী সুত বেদব্যাসের সঙ্গে লীলার প্রয়োজনে ব্রজের কুসুমাপীড় সখা মিলিত হইয়া বৃন্দাবন দাস নামে প্রকট হন। কতককাল মামগাছিতে অবস্থান করিয়া দেন্দুড়ায় গিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং তথায় বসিয়া ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি – শ্রীপ্রেমবিলাসে – ২৪ বিলাস –

*চৌদ্দ শত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন।।*

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের দেন্দুড়ায় গমন সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ —

রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া। উপনীত হইলা শেষে দেনুড় আসিয়া।।
কেশব ভারতী যথা করি বাল্য লীলা। শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা।।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী। যাঁর পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী।।
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন। নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলাম যখন।।
গোপীনাথ আর ভক্তরাম হরিদাস। অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভুপাশ।।
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিলা। হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিলা।।
ভোজনাদি শেষ করি মুখশুদ্ধি তরে। হরিতকী মাগিলেন নিত্যানন্দ মোরে।।
পূর্বের সঞ্চিত এক হরিতকী লৈয়া। প্রভুর শ্রীকরে মুঞি দিলাম ভাঙ্গিয়া।।
হাসি প্রভু বলে তুমি রহ এই স্থান। এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল।।
প্রভুরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল। এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল।।
প্রভুর বিগ্রহ লই করহ স্থাপন। বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন।।
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি অল্পজ্ঞান। লিখিলা এ গ্রন্থ তাঁর পদ করি ধ্যান।।
চৌদ্দশত সাতান্ন শকের গণন। নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈলা সমাপন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পঁহু জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

এইভাবে ১৪৫৭ শকাব্দের পূর্বে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেন্দুড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। ইহার পরবর্ত্তী কোন ঘটনা আমার জানা নাই।

— —

# ।। সূচীপত্র ।।

বিষয় পৃষ্ঠা

## আদিখণ্ড



## মধ্যখণ্ড



## অন্তখণ্ড

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

# শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত —

## ✷ আদিখণ্ড ✷

## প্রথম অধ্যায়

### ✷ মঙ্গলাচরণ ✷

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ।।
শ্রীমুরারীগুপ্তস্য[১] শ্লোকঃ অবতীর্ণৌ
স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ
ভজে।।
সজয়তি বিশুদ্ধ বিক্রমঃ কনকাভঃ
কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধাভক্তি
রসাভিনর্ত্তক।।

জয়তি জয়তি দেব কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রো।
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্যনিত্যা পবিত্রা।।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে।
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্বপ্রিয়ানাং।।
আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে।।
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর।।
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দৃঢ়।।
তথাহি — শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং —
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।।

---

১। মুরারীগুপ্ত — শ্রীমুরারীগুপ্ত শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হন। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানই মুরারীগুপ্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব লীলাচ্ছলে মুরারীগুপ্তের গুপ্তমহিমা বিদিত করিয়াছেন। তাঁর মুখে শ্রীরামমহিমাষ্টক শ্রবণ করিয়া প্রভু তাহার ললাটে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকছন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই মুরারীগুপ্তের কড়চা নামে সর্বজনাদৃত। ইহা গৌরাঙ্গ-লীলা- বিষয়ক সর্ব আদি গ্রন্থ। ১৪৩৫ শকে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে কড়চা গ্রন্থ রচনা করেন।

এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য সিদ্ধির লক্ষণ।।
ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।
সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ যশোধাম।।
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে।।
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন।।
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।।
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোত্তম মহাধীর।।
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।।
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়।।
কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ।।
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম।।

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব।।
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহার কিছু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব।।
নিতাই চাঁদের পুণ্য শ্রবণ চরিত।
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত।।
বেদগুহ্য নিতাই চরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।।
নিতাই চরিত আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেমত দেন শক্তি তেমত লিখি।।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত নিতাই আমারে যে বলায়।।
সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীনিতাই কথা।
ভক্তসঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা।।
ত্রিবিধ নিতাই লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম।।
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ।।
আদিখণ্ড কথা ভাই ! শুন এক চিতে।
শ্রীনিতাই অবতীর্ণ হৈল যেই মতে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## প্রথম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু।।
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান।।
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর।।
রাঢ়দেশে [১]একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান।।
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল।।
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে।।
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত।।
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা।।
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নামে।।
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়।।
এইমত সর্বলোক নানা কথা কয়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়।।
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ।।
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।
দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদনে।।
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে ধায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধ রায়।।
কোনো শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে।।
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া।।
বন্দীঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে।।
কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে।।
কোনদিন শিশু সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া।।
নিকটে বসিয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে।।

---

১। একচাকা — একচাকা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল-আসানসোল মেন লাইনে খানা জংশন। খানা নলহাটি রেলপথে আহম্মদপুর-নলহাটির মধ্যবর্ত্তী সাঁইথিয়া ও রামপুরহাট স্টেশনদ্বয়। উক্ত দুই স্টেশনে নামিয়া বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর নামিয়া ৪/৫ মিনিটের পথ। এখানে ১৩৯৫ শকে প্রভু নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। একচাকা ধামই বর্তমানে বীরচন্দ্রপুর নামে খ্যাত।

তারে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে।।
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে।।
সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণখেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা।।
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ।।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া।।
কোনদিন তালবনে শিশুগণ লইয়া।
শিশুসঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া।।
শিশুসঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক, অঘ, বৎস করিয়া তাহা মারে।।
বিকেলে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বহিতে বহিতে।।
কোনদিন করে গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনদিন করে খেলা।।
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন।।
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংসস্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া।।
কোনদিন কোন শিশু অক্রুরের বেশে।
লঞা যায় রামকৃষ্ণ কংসের নির্দ্দেশে।।
আপনেই গোপীভাবে যে করে ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ।।
বিষ্ণুমায়া মোহে কেহো লক্ষিতে না পারে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে।।
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু সঙ্গে।
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে।।

কুব্জা বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে।।
কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক, মল্লমারি।
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি।।
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশুসঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে।।
এইমত যত যত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা।।
কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি রাজা করি ছলে তাহার ভুবন।।
বৃদ্ধ কাছে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে।।
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি "জয় রঘুনাথ" বলে।।
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।।
"আরেরে বানরা" মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়।।
ঋষভ পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা ! তুমি কর সুখ।।
কোনদিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র ! পলাহ সত্বরে।।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পরে শিশু মানয়ে কৌতুক।।
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ।।
'কে তোরা বানর সব ! বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে'।।

তারা বলে, 'আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলি'।।
তা সবারে কোলে করি আইল লইয়া।
শ্রীরাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।।
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ ভাবে হারে।।
বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে।।
কোন শিশু বলে মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ।।
এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া।।
মূর্চ্ছিত হইল প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে।।
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে।।
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে।।
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্বলোকে আসি হইলা বিস্মিতে।।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ।।
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসে এড়িলেন কলেবর।।
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল।।
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে।।
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইও হনুমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ।।

নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈল অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইল শিশুগণ।।
ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
উঠ ভাই, বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান কাচে শিশু চলিলা তখন।।
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফলমূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে।।
রহ বাপ ! ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন।।
হনুমান বলে কার্য্য গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব।।
শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ।।
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন।।
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়।।
নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে রহি চায়।।
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে।।
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনুমান শিশু আনে কুলেতে টানিয়া।।
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখি হনুমানে আর মহাবীর।।
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ।।
কুম্ভীর জিনিলা মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাব, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে।।

হনুমান বলে তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি তুই পালা দূর।।
এইমত দুইজন হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী।।
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে।।
তঁহি গন্ধর্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ।।
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন।।
আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা-মাতা আদি হাসে সর্বজনে।।
কোলে করিলেন গিয়া [১]হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত।।
সবে বলে বাপ! ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা।।

প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার।।
সর্ব্বলোকে পুত্র হইতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণু মায়া বশে।।
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনে আর না করে আনন্দ।।
পিতা-মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে সর্বক্ষণ।।
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার।।
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায়।।
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

—— ——

১। হাড়াই পণ্ডিত — হাড়াই পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের পিতা। প্রভু নিত্যানন্দের মাতার নাম পদ্মাবতী। পূর্ব অবতারের বসুদেব ও দশরথের মিলনে হাড়াই পণ্ডিত রোহিণী ও সুমিত্রার মিলনে পদ্মাবতী প্রকট হন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীসুন্দরামল ওঝা। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র যথা — নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ। হাড়াই পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর হস্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দকে অর্পণ করিয়া দশরথের ন্যায় পুত্র বিরহে বিরহান্বিত অবস্থায় কতদিনে অন্তর্দ্ধান করেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়।।
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তার দুঃখের কারণ।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া।।
কিবা কৃষি কর্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা মাঠে যত কর্ম করে।।
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়।।
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে।।
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব ঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই।।
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ ধর্ম পালিয়াছে পিতা সনে।।
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী[১] সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর।।
নিত্যানন্দ পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হৈয়া।।
সর্বরাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা কথন প্রসঙ্গে।।
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ পিতা প্রতি ন্যাসীবর বলে।।
ন্যাসীবর বলে 'এক ভিক্ষা আছয়ে আমার'।
নিত্যানন্দ পিতা বলে 'যে ইচ্ছা তোমার'।।
ন্যাসী বলে 'করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ।।

---

১। এক সন্ন্যাসী — এই সন্ন্যাসীর নাম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। ইনি স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া একচাক্রায় হাড়াই পণ্ডিতের ভবনে আগমন করতঃ তীর্থ সেবক রূপে নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে — ২৪ বিলাস —

জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন। বলরাম আসি তারে কহয়ে বচন।।
আমি হাড়া ওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে। নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে।।
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইঞা গ্রহণ। নিত্যানন্দ অদ্ভুত নাম করিবা রক্ষণ।।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

দৈবে সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়া ওঝা ঘরে। নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিলা ভিক্ষা করে।।
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয়। নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করয়।।
বিশ্বরূপের তেজ নিত্যানন্দে দিলা। তেজরূপে বিশ্বরূপ নিতাইয়ে মিশিলা।।
সন্ন্যাসীর তেজে নিতাই হৈলা অবধূত। ঈশ্বরপুরীসহ তীর্থ ভ্রমিলা বহুত।।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে —

অস্যাগ্রজস্তকৃতদার পরিগ্রহঃ সন্। সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা। পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরো বভুব ইতি।।

এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার।।
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে'।।
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য স্তব্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর।।
প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্বনাশ হয়' হেন বাসি।।
ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।।
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।।
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন এই পুরাণেতে কহে।।
সেইত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে।।
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সেমতি।
অন্যথা লক্ষ্মণ যার গৃহেতে উৎপত্তি।।
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব কহিলেন সব বিবরণে।।
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
'যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা'।।
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা।।
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসীবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।।
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমেতে পড়িল বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত।।
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে।।
ভক্তিরস জড় প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়া ওঝা হইলা পাগল।।
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন।।
প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব।।
স্বামীহীনা দেবহুতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া।।
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ।।
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসীমণি।।
পরমার্থে এই ত্যাগ, ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে।।
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহা কাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে।।
যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।।
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়।।
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর।।
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী।।
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আর্তি নাহি যায়।।
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলেন পূর্ব জন্মস্থান।।
যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্বত বুলেন কুতুহলী।।

শ্রীবৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ।।
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া।।
তবে প্রভু মদনগোপাল[১] নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী।।
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন রোদন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি শূন্যের কারণ।।
বলরাম কীর্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
"ত্রাহি হলধর" বলি নমস্কার করে।।
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ।।
সিদ্ধপুরে গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান।।
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুইগণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব।।
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর।।
ত্রিতকুপ মহাতীর্থ গেলেন বিশলা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেতে চলিলা।।
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষ্যারণ্যে তবে গেলা মহামতি।।
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রাম জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর।।
তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা।।
গুহক চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন।।
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ।।
তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্থ্য আশ্রম পুণ্যস্থান।।
গোমতী গণ্ডকী শোন তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র পর্বত চূড়োপরি।।
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার।।
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণাতীর্থে বিপাশায় মার্জন আচরি।।
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্বত গেলা যথা মহেশ পার্বতী।।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ পার্বতী।
সেই শ্রীপর্বতে দোঁহে করেন বসতি।।
নিজ ইষ্টদেব[২] চিনিলেন দুইজনে।
অবধূতরূপে করে তীর্থ পর্য্যটনে।।

---

১। মদনগোপাল — শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বৃন্দাবন গমনের বহুপূর্বে তীর্থ-ভ্রমণ কালীন শ্রীল অদ্বৈত প্রভু কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহকে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া প্রকট করতঃ শ্রীঅদ্বৈত বট নামক স্থানে স্থাপন করেন। তথায় লীলারঙ্গে 'মদনগোপাল' নাম ধারণ করেন। ('লীলা কাহিনী মৎকৃত' শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন দ্রঃ)

২। ইষ্টদেব — এখানে গ্রন্থকর্তা প্রভু নিত্যানন্দকে শ্রীমহেশ পার্বতীর ইষ্টদেব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা উপলব্ধি করিলে ইষ্টদেব বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন।

পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া।।
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে।।
কি অন্তর কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন।।
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠী পুরী।
কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী।।
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান।।
ঋষভ পর্ব্বত গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপনী যমুনা উত্তরা।।
মলয় পর্বত গেলা অগস্ত্য আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়।।
তা' সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ।।
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে।।
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়।।
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা।।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ।।
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।।
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া।।
তবে প্রভু আইলেন কন্যকানগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ সাগর।।
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে।।
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্তকে বুলে ঘরে ঘরে।।
দ্বৈপায়নী আর্য্যাদেবী নিত্যানন্দ রায়।
নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায়।।
রেবা মাহেষ্মতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সুপারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা।।
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহার।।
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## তৃতীয় অধ্যায়

এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমেণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র[১] সহ হৈল দরশন।।
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।
কৃষ্ণ রস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।।
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই।।
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।

---

১। মাধবেন্দ্র — শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের সর্বাদি সূত্রধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরু। মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্ব্ব অবতার বিষয়ক বর্ণন যথা — তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা — ২২ শ্লোকঃ —

"কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধাম তিষ্ঠতঃ।
প্রীত-প্রেয়ো-বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিনঃ।।"

প্রীত-প্রেয়ো-বৎসল-উজ্জ্বল অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নামক রসাল ফলধারী ব্রজস্থিত কল্পবৃক্ষের সহিত মন্ত্রস্বরূপ পৌর্ণমাসী ও মহামুনি সনক মিলিত হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নাম ধারণ করেন। তাঁহার গুরু পরম্পরা যথা — নারায়ণ - ব্রহ্মা - নারদ - ব্যাস - মাধবাচার্য্য - পদ্মনাভ - নরহরি - মাধব - অক্ষোভ - জয়তীর্থ - মহানিধি - রাজেন্দ্র - জয়ধর্ম - পুরুষোত্তম - ব্যাসতীর্থ - লক্ষ্মীপতি - মাধবেন্দ্রপুরী। মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীহট্ট জেলায় পূর্ণিপাট গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সর্ব্বশাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৈরাগ্য উদয়ে পিতা বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে এক পুত্র জন্মিলে পত্নী বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি শিশুপুত্র বিষ্ণুদাসসহ কুমারহট্ট-কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর নামক স্থানে আসিয়া চতুষ্পাটি খুলিলেন। তথায় ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈতাদির সহিত মিলন হইল। কতদিনে অদ্বৈত সমীপে নিজপুত্রে রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপাল প্রকট করিয়া চন্দনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্রপথে শান্তিপুরে উপনীত হন, সে সময় অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে দীক্ষা দিয়া ক্ষেত্র হইতে চন্দন আনয়ন করতঃ রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের অঙ্গে অর্পণ করেন। তারপর ঝারিখণ্ডের হ্রদতীরে অষ্টমাস গলিত পত্র গ্রহণ করিয়া ভজন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাদি লাভ করেন। সে সময় পরমানন্দাদি সপ্তশিষ্য পৌঁছিলে, বিষ্ণুমন্ত্রে পুনঃশ্চরণ করতঃ তাহাদিগকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর সশিষ্য একচাক্রায় প্রভু নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পরে তীর্থ ভ্রমণকালে নিত্যানন্দসহ মিলন করেন। ১৪১১ শকাব্দের ৭ই ফাল্গুন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি পূজনের কিছু পূর্ব্বে নবদ্বীপে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। তারপর বৈশাখ মাসে প্রভুর চূড়াকরণ অনুষ্ঠান সমাপন করেন। তারপর কতদিন পরে তিনি শ্রীগোপালদেবের স্মরণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন।

নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা পাসরি।।
ভক্তিরসের আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার।।
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী[১] আদি শিষ্যগণে।।
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজনে।
অন্যোন্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে।।
বালুগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে।।
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে।।
কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি।।
নিত্যানন্দ বলে "তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত।।
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন"।।
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম জলে।।
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি।।
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী[২] আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে ব্রত।।
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন।।
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া।।
অন্যোন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ।।
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ কথা পরমানন্দ রঙ্গে।।

---

১। ঈশ্বরপুরী — শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। তাঁহার পূর্ব অবতার বিষয়ক বর্ণন যথা — তথাহি — শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা — ২৩ শ্লোকঃ —

তস্য শিষ্যোদভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ।
কলয়া মাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকং।।

শৃঙ্গার ফলস্বরূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রসভূপ হইয়া জগতে শৃঙ্গাররস বিস্তার করিয়াছেন 'ঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল"।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সেবাগুণে সমস্ত প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গে অর্পণ করতঃ ১৪৩৩ শকাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে অন্তর্দ্ধান করেন।

২। ব্রহ্মানন্দপুরী — শ্রীগৌরাঙ্গের গুরুস্থানীয় ও ভক্তিকল্পবৃক্ষের নবমূলের একমূল।

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।।
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়।।
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে।।
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন।।
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কতকাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে।।
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ।।
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহরি বিহরে।।
মাধবেন্দ্র বলে 'প্রেমা না দেখিলু কোথা'।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা।।
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে যে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময়।।
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে।।
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি।।
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।
এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবারাতি।।
কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ।।
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে।।
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিচ্ছেদে প্রাণ রহে।।
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন।।
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে।।
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়ানগর।।
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড় নৃসিংহদেব পুরী।।
ত্রিমল্ল দেখিয়া কুর্ম্মনাথ পুণ্য স্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান।।
আইলেন নীলাচল চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে।।
দেখিলেন চতুর্ব্যূহ রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্ত বর্গ সাথ।।
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে।।
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার।।
এইমতে নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে।।
তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হইতে।।
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়।।
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানে দিবারাতি।।
আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেও অযাচিত যদি কেহ করে দান।।

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে।।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে।।
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়।।
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশুসঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে।।
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব শক্তি।
তথাপি কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি।।
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তাঁর সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস।।
কেহ কিছু না করে চৈতন্য আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে।।
কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা।
চৈতন্য আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা।।
ইহাতে যে পাপীগণে মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেই পাপী সর্বথায়।।
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে।।
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে।।
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।
চৈতন্য কৃপাতে হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি।।
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চান্দেরে।।
কেহ বলে 'নিত্যানন্দ যেন বলরাম'।
কেহ বলে 'চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম'।।
কিবা যতী নিত্যানন্দ ! কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে।।
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি।।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবস্তু বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল।।
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়।।
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ।।
সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্ম জন্ম পরিবাঙ এই অভিমত।।
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।।
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়।।
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
তুমি তাঁরে নাহি দিলে কোনজনে পায়।।
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

।। আদিখণ্ড সমাপ্ত ।।

# ✸ মধ্যখণ্ড ✸

## প্রথম অধ্যায়

### ✸ মঙ্গলাচরণ ✸

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।
নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।।
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে নিতাই কথা ভক্তিলভ্য হয়।।
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড।।
দেখরে নয়ন ভরি নিতাই সুন্দর।
গৌরাঙ্গ প্রণয় রসময় পুরন্দর।।
আভোরা প্রণয়রসে অঙ্গ গদগদ।
চলিতে অধীর ধরে আধ আধ পদ।।
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ।।
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে রাস।।
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।।
নন্দন আচার্য্য[১] মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম।।
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর।।
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম।।
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার।।
কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগৎ জীবন হাস্য সুন্দর অধর।।
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি।।
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ।।
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিতে শ্রীমুখ বাক্য কর্মবন্ধনাশ।।
আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়।
সকল ভবনে জয় জয় ধ্বনি গায়।।
সে মহিমা বলে কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড।।
বণিক অধম মূর্খ যে করিল পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লইলে যাঁর।।
পাইয়া নন্দন আচার্য্য হরষিত হয়া।
রাখিলেন নিজঘরে ভিক্ষা করাইয়া।।

---

১। নন্দন আচার্য্য — নবদ্বীপবাসী শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু লীলারঙ্গে তাঁহার ঘরে লুকাইয়া ছিলেন।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ চন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন।।
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অন্তর হরিষ প্রভু হইলা অন্তর।।
পূর্বে ব্যাপ্যদেশে সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন কেহ মর্ম নাহি জানে।।
আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে।।
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পুজি বিশ্বম্ভর।
সকল বৈষ্ণব যথা মিলিলা সত্ত্বর।।
সবাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে।।
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার।।
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির।।
বেত্র বান্ধা এক কানা কুম্ভ বামহাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র মাথে।।
বাম শ্রুতিমূল এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝায়ে চরিত্র।।
এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের হয় হয়।
দশবার বিশবার এই কথা কয়।।

মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর প্রভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড।।
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিনু আমি কোন মহাজন তুমি।।
হাসিয়া আমারে বলে এই ভাই হয়।
তোমার আমার কালি হবে পরিচয়।।
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসো মুঞি যেন সেই সম।।
কহিতে প্রভু বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর।।
মদ আন, মদ আন বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে।।
শ্রীবাস পণ্ডিত[১] কহে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি।।
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।
কম্পিত সকলগণ দূরে রহি চায়।।
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ।।
আর্য্যা-তজ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ।।
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে নামমাত্র।।

---

১। শ্রীবাস পণ্ডিত — শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, পঞ্চতত্ত্বের একজন। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহাপ্রকাশ লীলা সংঘটিত হয়। তাঁর গৃহে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন বিলাসের সূচনা করিয়া জগত উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করেন। শ্রীবাস পূর্ব অবতারে মহামুনি নারদ ছিলেন। শ্রীহট্টে জন্ম ; নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। নলিন, শ্রীবাস, রামাই, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এই পাঁচভাই। গৌরাঙ্গদেবের বৈভব-লীলা প্রকাশের পূর্বে নলিন পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করায় শ্রীবাসের চার ভাই বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিত হালিসহরে আসিয়া বাস করেন।

হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষ যে আসিয়াছে হেথা।।
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি তোমা সবা স্থানে।
কোন মহাজন সঙ্গে হৈবে দরশনে।।
চল হরিদাস' চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখ কে আইসে কোন ভিত।।
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব নবদ্বীপে চাহিয়া বুলয়ে হরিষে।।
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুইজনে।
এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে।।
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়।।
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া।।
নিবেদয়ে দোঁহে আসি প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথায়ও নহিল দরশনে।।
কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কিবা জ্ঞানী স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিনু সকল।।
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্যগ্রাম।।
দুঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ।।
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়।।
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইবে যম ঘর।।
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে।।
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ।।
সর্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে।।
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া।।
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
"জয় কৃষ্ণ" বলি সবে করিলা গমন।।
পথে যাইতে 'মুরারি মুরারি' ! ডাকে পঁহু।
"না দেখিলা অবধূত" বলি হাসে লহু।।
নন্দন আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয়।
আইস যাইব তথা কহিলা নিশ্চয়।।
পথে যাইতে ঘন ঘন 'হরি হরি বোল'।
শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদগদ রোল।।
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে পথ সোনার কিশোরা।।

---

১। হরিদাস — যিনি হরিদাস ঠাকুর নামে সর্বজনবিদিত। সৃষ্টিকর্ত্তা, দৈত্যকুল তিলক প্রহ্লাদের মিলনে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ১৩২৭ শকে বুঢ়নে ভোটকলাগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মনোহর, মায়ের নাম উজ্জ্বলা। বাল্যে পিতা-মাতার বিয়োগ ঘটিলে আম্বুয়ার অধিপতি মলয়া কাজী তাহাকে পালন করেন। পরে অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর-আগমনী-আরাধনায় সহায়তা করেন। বাইশ বাজারে প্রহার, মায়া ও গণিকাকে দীক্ষা প্রদান করতঃ গৌরসহ নদীয়া বিলাস করিয়া পরে ক্ষেত্রধামে অবস্থান করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, কীর্ত্তন-শ্রবণ ও শ্রীবদন দর্শনরতঃ অবস্থায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

ক্ষণে সিংহ পরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটি না চায়।।
নব জলধর যেন গভীর নিনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার আনন্দ উন্মাদে।।
সবা লই প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘর।
যাইয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌর সুন্দর।।
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্য সম।।
অলখিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।।
মহাভক্তি যোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার।।
সম্ভ্রমে রহিলা সর্বগণ দাঁড়াইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিলা চাহিয়া।।
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর।।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্যগন্ধমাল্য দিব্যবাস পরিধান।।
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে।।
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান।।
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান।।
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে সুক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ।।
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধে তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব অঙ্গ মনোহর।।
কিবা হয় কোটি মণি সে নাথে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে।।
নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর।।
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়।।
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ।।
এই মত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু সবেই বিস্মিত।।
বুঝিলেন সর্ব প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায়।।
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে।।
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত।।

তথাহি — শ্রীমদ্ভঃ — ১০ স্কন্ধ —

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রাণ বেনোরধরসুধয়া পুরষণ গোপবৃন্দে —
বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তি।।

শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়া নাহিক চেতন।।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
"পড় পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।।
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে রোদন।।
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ।।
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড়।।

অন্যের কি দায় ! বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয়।।
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে।।
বিশ্বম্ভর রূপ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তর আনন্দ ক্ষণে, ক্ষণে মহাহাস।।
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গান, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোরে জোরে লম্ফ দেই দেখি ভাল।।
আরক্ত গৌরাঙ্গ কান্তি পরম সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কার অঙ্গ মনোহর।।
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা।।
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গ নয়নী চিত্ত তরল সন্ধানি।।
হাসিতে বিজুলি যেন ঝরিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে।।
মেঘ জিনি গরজে গম্ভীর শব্দ শুনি।
কলি মত্ত হাতির দমন সিংহধ্বনি।।
মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্ন বদনে প্রেমধারা নিরন্তর।।
পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগী।
কম্প স্বেদ আদি ভাবে রসে অনুরাগী।।
কলি দর্প দমন কনকদণ্ড ধরে।
রাঙা উৎপল করতল মনোহরে।।
অঙ্গদ কঙ্কন হার কেয়ূর কিঙ্কিনী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি।।
পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল।
সবাকে বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল।।
অলৌকিক বাক্যভাব ক্ষণে কাঁদে হাসে।
মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতি প্রশংসে।।
ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যায়।
এক কহে, আর বলে, বুঝনে না যায়।।
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতী গৃহ তারা ছাড়িল তখন।।
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে।
করিল বিনয়স্তুতি মধুর অক্ষরে।।
পড়িলেন প্রভু পদে নিত্যানন্দ রায়।
দুঁহার চরণে দোঁহে ধরিবারে চায়।।
দোঁহে আলিঙ্গন কভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া।।
সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ মুই না পাইনু।।
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপ পুরে।
লুকাঞা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে।।
চোর ধরিবারে মুই আইলাম হেথা।
ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা।।
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কাঁদে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে।।
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণবসহ কান্দে গৌরচন্দ্র।।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবেই কেহ নারে ধরিবার।।
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে।।
বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে হইলা নিষ্পন্দ।।
যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া।।
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের কোলে।।

প্রেমভক্তিবাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিতাইরে কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র।।
কি আনন্দ বিহরে হইল দুইজনে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা।।
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে।।
নিতাইরে কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি ! মনে হাসে গদাধর।।
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর।।
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর[১]।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর।।
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন।।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বলয়ে ঝুরে মাত্র আঁখি।।
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইল।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিল।।
বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগ চারিবেদ সার।।
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
ইহা কি ঈশ্বর শক্তি বিনা হয় আর।।
সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোনকালে।।
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি।।
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র।।
তোমা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোনজন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিধন।।
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়।।
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার।।
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন।।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দ স্তুতি করে নাহি অবসর।।
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক সম্ভাষ।
সব কথা ঠাঁরে ঠাঁরে নাহিক প্রকাশ।।
প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোনদিক হইতে শুভ করিলে বিজয়।।

---

১। গদাধর — চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতৃভূমি। পিতার নাম মাধব মিশ্র, মাতার নাম রত্নাবতী। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গসহ বিদ্যাবিলাস ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিয়া নীলাচলে গমন করতঃ শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশ করেন এবং গৌর অন্তর্দ্ধানের পর নিত্যালীলায় প্রবীষ্ট হন। তখন তাঁহার ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ তাঁহার গলদেশস্থিত গোপীনাথ মূর্ত্তি, গীতাগ্রন্থাদি লইয়া ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শক্তিরূপা শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি, রুক্মিনী ও লক্ষ্মী আদি শক্তির মিলনে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়।

শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিজয়।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল হয়।।
এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেক মর্ম্ম।
করযোড় করি বলে ইহা অতি নম্র।।
প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া।।
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ ভ্রমিলাম অনেক।
দেখিলাম কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক।।
স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিনু তবে ভাল লোক ঠাঁই।।
সিংহাসন সব কেন দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাইসব কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত।।
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়েছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে।।
নদীয়ায় শুনি বড় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে হেথায় জন্মিলা নারায়ণ।।
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুই পাতকী এথায়।।
প্রভু বলে আমরা সকলে ভাগ্যবান।
তোমা হেন ভক্তের হইল উপস্থান।।
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা।।
হাসিয়া মুরারী বলে, তোমরা তোমরা।
ইহাতে না বুঝি কিছু আমরা সবারা।।
শ্রীবাস বোলয়ে উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি।।
গদাধর বলে ভালো বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত।।
কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণরাম।।
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি।।
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ।।
কেহ বলে দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠাঁরে ঠোঁরে কয়।।
এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন।।
নিতাইচাঁদ গৌরচন্দ্র দুই দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন।।
সঙ্গী-সখা-ভাই-ছত্র-শয়ন-বাহন।
নিত্যানন্দ বিনা নহে অন্য কোনজন।।
নানা রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায়।।
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব।।
না জানিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ।।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ ধাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম।।
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যের মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যেতে স্তুতি।।
রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এইমত নিত্যানন্দ আর বলদেব।।
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।
জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর মহেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## দ্বিতীয় অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা রসে সবে হইলা বিহ্বলে।।
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার।।
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ ধারা সবাকার আঁখি।।
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি ?।
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যারে লয় মন"।।
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।।
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর।।
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর"।।
পণ্ডিত বলেন প্রভু ! কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার।।
বস্ত্র মুদ্গা যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়া পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান।।
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাস পূজন দেখিব।।
প্রীত হৈল মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে।।
বিশ্বম্ভর বলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই"।।

আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে।।
সর্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর।।
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে।।
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়।।
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি বাহ্য গেল দূর।।
ব্যাসপূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে বেড়ি গায় ভক্তগণ।।
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঁই।।
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহবা গর্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায় কেহ করয়ে ক্রন্দন।।
কম্প-স্বেদ-পুলক-আনন্দ-মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত।।
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন।।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়।।
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়।।
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরন না যায়।।
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহারে।।
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ জলে সর্ব কলেবর।।

চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে।।
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর।।
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে।।
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত।।
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর।।
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
'মদ আন' 'মদ আন', বলি ঘন ডাকে।।
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র।।
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে।।
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলও শক্তি নাহি কহিতে কখোনে।।
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহমাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্বজন স্থানে।।
নিত্যানন্দ স্থানে হল মুষল লইয়া।
'বারুণী বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া।।
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়।।
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া।।
সর্ব্বজনে দেয় জল প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন জ্ঞান।।
চতুর্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ।।
সঘনে ঢুলায় শির 'নাঢ়া নাঢ়া' বলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে।।
সবে বলিলেন প্রভু ! 'নাঢ়া বল কারে ?'।
প্রভু বলে "আইলু মুঞি যাহার হুঙ্কারে।।
অদ্বৈত আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার"।।
মোহারে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া।।

১। অদ্বৈত আচার্য্য — ১৩৫৬ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় আবির্ভূত হন। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভা দেবী। কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের অমাত্য ছিলেন। পূর্ণতর কৃষ্ণ, উজ্জ্বল সখা, সম্পূর্ণা মঞ্জরী ও সদাশিবের মিলনে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। পিতৃ-মাতৃ অন্তর্দ্ধানে গয়াকার্য্য করিয়া তীর্থ ভ্রমণ কালে বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত মদনমোহনকে প্রকট করেন। পরে তাঁহাকে চৌবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট, গণ্ডকী হইতে শালগ্রাম শিলা গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আগমন করেন। কতদিনে চন্দনোদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা অর্পণ করেন। তারপর সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। ক্রমে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ নামে ছয় পুত্র জন্মে। আচার্য্যের আরাধনায় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন উদ্ধার করেন। কতদিন গৌরাঙ্গসহ লীলা বিহার করিয়া গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পঁচিশ বৎসর পর ১৪৮০ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।।
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে।।
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ।।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব ভক্তগণ।
ক্ষণেক সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।
'কি চাঞ্চল্য করিবাঙ ?' প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে 'কিছু উপাধিক নয়'।।
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ।।
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়।।
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু শেষ।।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব কলেবর।।
কোথা বা থাকিল দণ্ড কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল।।
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির।।
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে।।
"স্থির হও কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস"।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস।।
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে।।

কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড।।
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত।।
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন 'যাও ঠাকুরের স্থানে'।।
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর।।
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া।।
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে।।
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন।।
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস[1] করে 'হায় হায়'।।
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির।।
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা আজি তুমি করহ সত্বর।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভুসনে।।
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন।।
শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব কার্য্য।।

১। শ্রীনিবাস — শ্রীবাস পণ্ডিতের নামান্তর।

মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভবন।।
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি ও বোধিত।।
দিব্যগন্ধ সহিতে সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ ! এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাস দেবে নমস্কার।।
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব অভীষ্ট পাইবা"।।
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয়।।
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়।।
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
'না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার'।।
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর।।
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন"।।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর।।
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস পূজা মহোৎসব মহাকুতূহল।।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
সবাই চরণ ধরে যে যাহার পায়।।
চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই[১]।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই।।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে।
'দুইজন মোর পুত্র' হেন বাসে মনে।।
ব্যাস পূজা মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত প্রভু সে পারে বর্ণিবারে।।
সূত্র করি কহি কিছু নিতাই চরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত।।
দিন অবশেষ হৈলে ব্যাস পূজা রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।।
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ !' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন।।
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্বগণ লৈয়া।।
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর।।
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার।।
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ।।
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে।।

১। আই — আই বলিতে গৌরাঙ্গ-জননী শচীদেবীকে বুঝায়। পূর্ব অবতারের কৌশল্যা, দেবকী, পৃশ্নি ও অদিতি, যশোমতির সহিত মিলিত হইয়া শচীদেবী নামে প্রকট হন। শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়ায় আসিয়া বাস করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভ আচার্য্য তাঁর দুই পুত্র, শচী ও সর্বজয়া দুই কন্যা। অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ সর্ব্বকাল যাঁহার পুত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন — ইহা অপেক্ষা তাঁহার মহিমার আর কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে।

ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে।।
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে।।
এইমত নানা দিন নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্বলোকে।।
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

—— ——

## তৃতীয় অধ্যায়

আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল।।
অনেক সন্তোষ পাইলাম পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেইদিন রহিল তথাই।।
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন বয়ান।।
দেবালয়ে প্রবেশিয়া বৈসি দিব্যাসনে।
কহিলা আমারে এই দেখহ নয়নে।।
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ ন্যাসীবর।
সাদরে নিরীখে বিশ্বম্ভর কলেবর।।
তত্ত্ব না জানিলা কিছু বিশেষ তাহার।
কি কাজে কহিলা প্রভু ইঙ্গিত আকার।।
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিলা অন্তর।।
সবজন হও এই মন্দির বাহির।
শুনিয়া বিস্মিত সব বৈষ্ণব সুধীর।।
মন্দির বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে করিল কর্ম্ম কে জানিবে তাঁরে।।
সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার।
নিভৃতে করয়ে কর্ম্ম কে জানিবে তার।।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হৈলা অতঃপর।।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল।।
তথাহি — শ্রীমুরারীগুপ্ত করচ্যায়াঃ —
সজয়েতি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণং।
বরজানুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা
ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ।।
ষড়ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই।।
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
'রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ !' করেন স্মরণ।।
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেন ঘন বিশাল গর্জন।।
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া।।
উঠ উঠ নিত্যানন্দ ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত।।
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর।।
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
নাহি তুমি দিলে কারু ভক্তি নাহি হয়।।
আপনা সম্বরি উঠ নিজ জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ।।
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহারে দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে।।

পাইলা চৈতন্য প্রভু, প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়ভুজ দর্শনে।।
যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জানে নিত্যানন্দ।।
ছয়ভুজ দৃষ্টি তানে এ সব কৌতুক।
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদ্ভুত।।
পূর্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত।
জয় জয় বিশ্বম্ভর জনক সবার।।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন হেতু অবতার।
জয় জয় বেদ ধর্ম সাধু বিপ্র পাল।।
জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল।
জয় জয় সর্ব সত্যময় কলেবর।।
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
যে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ।।
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিবে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র।।
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে।।
তথাপিও দশরথ বাসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া যে বধ তা সবারে।।
এতেকে বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন।।
তোমার আজ্ঞায় এক সেবক তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার।।
তথাপিও তুমি সে আপন অবতরি।
সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি।।
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি।।
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্মস্থাপন ব্রহ্মচারীরূপে অবতারি।।
ত্রেতাযুগে ধরিয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম।।
স্রুকস্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে ধরিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ আপনে করিয়া।।
দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে।।
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ রূপে অবতরি।।
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম।।
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে তাহা সংখ্যা করিবার।।
মৎস্য রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কুর্মরূপে তুমি সর্ব জীবের আধার।।
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
শ্রীবরাহরূপে কর হিরণ্য বিদার।।
বলি ছল অপূর্ব বামনরূপ হই।
পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।।
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার।।
বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম করহ প্রকাশ।
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণের বিনাশ।।
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান।।
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখান।।

সর্ব লীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা বহুরঙ্গে।।
তথাহি — ভক্তিরসামৃত সিন্ধু —
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিদ্ধতারকা পালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান বিদুর্জয়তি।।
তথাহি — শ্রীমদ্ভগবতে ১০ম স্কন্ধে —
বলয়ানাংনূপুরাণাং কিঙ্কিনীনাঞ্চ ঘোষিতাম্।
স্বপ্রিয়ানা-মভুচ্ছব্দ-স্তমূলো রাসমণ্ডলে।।
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব শক্তি পরচারী।।
সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেমভক্তি প্রচার।।
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব দাস।।
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।।
পদ তালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টি মাত্রে দশ দিক্ হয় সুনির্ম্মল।।
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস।।
তথাহি — শ্রীপদ্মপুরাণে-তথৈব চ শ্রীস্কন্দপুরাণে—
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগভ্যাঃ, দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিক্।
বহুধ্যেৎসার্যতে রাজন্, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ।।
সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।।
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি।।
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি।।
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ।।
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব যজ্ঞপূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।।
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈলা নবদ্বীপ গ্রামে।।
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার।।
জয় জয় সর্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর।।
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী।।
জয় জয় সিন্ধু সুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষণ।।
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস।।
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব জীবের শরণ।।
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কুর্ম্ম, তুমি সনাতন।।
তুমি সে বরাহ, প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন।।
তুমি রক্ষকুল হন্তা জানকী জীবন।
তুমি গুহক বরদাতা অহল্যা মোচন।।
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম তাঁর।।
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজ রাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ।।
তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি হেথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া।।

লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।
ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির।।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর।।
এই তোর দুইখানি চরণ কমল।
ইহার সে রসে গৌরীশঙ্কর বিহ্বল।।
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার যে যশ গায় সহস্র বদনে।।
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়।।
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি শির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে।।
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গার জনম।
মস্তকে ধরিয়া শিব আনন্দে মগন।।
তোমারে সে বসুদেব নন্দ সুত বলি।
এবে অবতীর্ণ হঞা উদ্ধারিলে কলি।।
তব পদস্পর্শে প্রভু কাষ্ঠ হয় সোনা।
পাষাণ মানবী হয় জগতে ঘোষণা।।
করযুড়ি নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
ত্রিভুবন করে প্রভু তোমার সেবন।।
হরিষে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি জ্ঞান প্রেমের পাথার।।
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে প্রেমদাতা তারে বিশ্বম্ভর।।
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম।
যিনি প্রভু চৈতন্য সবার ধনপ্রাণ।।
এই নিত্যানন্দের ষড়ভুজ দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে।।
আপনে তুলিয়া ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী[১] যোগায়।।
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্রমাতা।।
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা — কৃষ্ণের চরিত।।
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর।।
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি — বলিলাম আমি।।
আপনার জাতি যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অদ্ভুতেরে ঘুচাও"।।
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষা প্রভু ! এ নহে উচিত।।
দিনেক যে তোমা ভজে, সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ — মো হতে প্রমাণ।।

১। মালিনী — শ্রীমালিনী দেবী গৌরপ্রিয় শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী। পূর্ব অবতারে ব্রজে অম্বিকা নামে কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ছিলেন। তাই এই অবতারে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করিতেন। তিনি পূর্ব্বভাব অনুরাগে নিতাই গৌরাঙ্গের প্রভূত পালন করিয়াছেন।

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে।।
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা।।
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে।।
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস।।
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি।।
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে।।
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির।।
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে।
সর্বমতে সংবরণ করিবা আপনে।।
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর।।
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায় — সন্তোষ অপার।।
বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায়, গঙ্গাদাস[1] মুরারির ঘরে।।
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া।।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় — আই করে পলায়ন।।
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র বিশ্বম্ভর স্থানে।।
নিশি অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুইজন।।
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া।।
দুইজনে সম্ভাষিলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে।।
তাঁর হাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান।।
রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা সাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া।।
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার।।
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে।
যেকালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়ে।।
ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার।।
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্‌জন।।
রামকৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি।।

১। গঙ্গাদাস — গঙ্গাদাস নবদ্বীপবাসী শ্রীচতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র। বিষ্ণুদাস, নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস তিন ভাই। প্রভুত্রয় লীলারঙ্গে তাঁর ঘরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বে যবনাক্রান্ত গঙ্গাদাস সপরিবারে পলায়নের জন্য নিশাভাগে খেয়াঘাটে আসিলে প্রভু নিজে খেওয়ারী হইয়া তাঁহাকে পার করতঃ ভকত-বাৎসল্য প্রকাশ করেন। শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কালে সর্বসমক্ষে প্রভু ইহা ব্যক্ত করেন।

দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি কর আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম।।

নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর।।

এইমত কলহ করহ চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন।।

কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই যায়।
কাহার মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।।

জননী ! বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
'অন্ন দেহ' মাতা ! মোরে ক্ষুধা বড় করে।।

এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু আমি তোমারে কহিনু।।"

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন।।

"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা।।

তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়।।

মুঞি দেখোঁ বারেবারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে।।

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।।"

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে।।

বিশ্বম্ভর বলে মাতা ! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন।।

পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর।।
আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইলা শিক্ষা।।
কর্ণধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে।।
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল।।
এত বলি দুইজনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণকথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে।।
আসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুইজনে।
গদাধর আদি পরমাত্মীয়গণে।।
ঈশান[১] দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন।।
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাই সেই প্রেম সেই দুইজন।।
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুইজন হাসে।।
আর বার আসি আই দুইজন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেখে।।
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ — দুই দিগম্বর।।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল।।
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পারে।।
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে।।
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে।।
আথে বাথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি।।
"উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত।।"
বাহ্য পাই আই আথে বাথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে।।

---

১। ঈশান — ঈশান দাস শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহসেবক। প্রভু তাহাকে 'বড়াই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিপ্রকুলে তাঁহার জন্ম। তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবাভিলাষ জানাইলে সীতানাথ তাহাকে প্রভুর বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র জন্মিয়াছেন। শচীমাতা সযতনে গৌরাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া স্বগৃহে রাখিলেন। তদবধি ঈশান প্রভুগৃহে রহিয়া প্রভুর সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য সহ্য করতঃ পালন করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়া তাহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শান্তিপুরে আসিলে সীতানাথ স্বগৃহে রাখিলেন। পরে লীলাচক্রে সীতাদেবীর আদেশে বৃদ্ধ বয়সে দ্বার পরিগ্রহ করিয়া ভাঙ্গামঠ নামক স্থানে অবস্থান করেন। জগন্নাথ ও বলরাম সর্বক্ষণ তাঁহার সমীপে চাহিয়া খাইতেন। সীতাদেবীর বরে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। তিনজনের গুণে জগৎ উদ্ধার লাভ করে। বড় ছেলের কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সকলে প্রেমাবিষ্ট হইত।

মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা কিছু নাহি ভায়।।
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ সকল তাঁহার।।
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান।।
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে।।
ভিক্ষা অন্তে দোঁহা অঙ্গে লেপিয়া চন্দন।
দিব্যমালা নিবেদিলা পূজার বিধান।।
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াল নয়ান।
পিরীতি পাগল হৈঞা হেরয়ে বয়ান।।
প্রভু বলে নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইহারে পালিবে।।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা শচীদেবী কহে।।
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোমরা দুই আমার নন্দনে।।
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে।।
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবৎ করি বলে মধুর বচনে।।
"যে কহিলে মাতা তুমি সেই সত্য হয়।
তোর পুত্র হই আমি কহিল নিশ্চয়।।
পুত্র অপরাধ কিছু না লইহ মাতা।
'তোর পুত্র বটে মুই'[১] জানিহ সর্বথা।।"
নিত্যানন্দ মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে ধারা গদগদ বাণী।।
এইমতে স্নেহ রসে সবে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াল অন্তর।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ ! বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি।।
অহর্নিশ বাৎসল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন পানে।।
কভু নাহি দুগ্ধ পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়।।
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয়ে।।
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে 'শুন নিত্যানন্দ।
কাহার সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব।।
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে'।
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে।।
'আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা'।।
বিশ্বম্ভর বলে 'আমি তোমা ভাল জানি'।
নিত্যানন্দ বলে 'দোষ কহ দেখি শুনি'।।

---

১। তোর পুত্র বটে মুই — তোমার পুত্র বিশ্বরূপই আমি। বিশ্বরূপ নিত্যানন্দে প্রবিষ্ট হওয়ায় নিতাই দর্শনে মাতা বিশ্বরূপ দর্শন সদৃশ সুখলাভ করিতেন।
তথাহি — শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা — ৬২ শ্লোকঃ।।
যদা শ্রীবিশ্বোরূপোহয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপিতদাস্থিতঃ।।

হাসি বলে গৌরচন্দ্র 'কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি করে অবতার'।।
নিত্যানন্দ বলে 'প্রভু পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে।।
আমারে না দিয়ে ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও'।।
প্রভু বলে 'তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই'।।
হাসি বলে নিত্যানন্দ 'বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল।।
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল'।
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল।।
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।।
জোরে জোরে লম্ফ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অগ্রে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া।।
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস।।
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর 'এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এ মত নহে ধর্ম্ম।।
এখনি বলিলা তুমি আমি কি পাগল ?।
এইক্ষণে নিজবাক্য ঘুচিল সকল'।।
যার বাহ্য নাহি তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ।।
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন।।
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে।।
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।।
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা।।
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে।।
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল।।
বাটী থুই সেই কাক আইলা আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার।।
মহাতীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হৈল অপহার।।
শুনিলে প্রমাদ হৈব হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু কান্দয়ে মালিনী।।
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইস্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে।।
হাসি বলে নিত্যানন্দ 'কান্দ কি কারণ।
কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন'।।
মালিনী বলয়ে 'শুনহ শ্রীপাদ গোসাঞিঃ।
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন ঠাঞিঃ'।।
নিত্যানন্দ বলে "মাতা ! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী তুমি ক্রন্দন সম্বর।।"
কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন।।"
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি।।
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলা মালিনী কাকের দিকে চায়।।
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল।।
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে।।

আনন্দে মূৰ্চ্ছিতা হৈল অপূৰ্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দণ্ডাইয়া।।
যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন।।
যমের ঘর হৈতে যে আনিতে পারে।
কাকের স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁরে।।
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভব করয়ে পালন।।
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর বাটী আনে কাক স্থানে।।
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্বে বনবাসে।
নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা পাশে।।
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন।।
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন এ কোন প্রকাশ।।
যাঁহার চরণে পূর্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া।।
চতুৰ্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যাঁর।
কাক স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁর।।
তথাপি তোমার কাৰ্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারিবেদ কয়।।
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে 'মুঞি করিব ভোজন'।।
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে।।
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব — সর্ব জগতে বিদিত।।
করয়ে দুৰ্জ্জেয় কৰ্ম্ম আলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব যে মানয়ে সত্য হেন।।
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম।।
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যে মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।।
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে।।
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে।।
একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর।।
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল।।
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।
প্রভু বলে নিত্যানন্দ ! 'কেনে দিগম্বর'।
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর।।
প্রভু বলে 'নিত্যানন্দ ! পরহ বসন'।
নিত্যানন্দ বলে "আজি আমার গমন"।।
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! ইহা কেনে করি ?।"
নিতাই বলেন 'আজি খাইতে না পারি'।।
প্রভু বলে 'এক কহি কহ কেনে আর ?।'
নিত্যানন্দ বলে 'আমি গেনু দশবার'।।
ক্রুদ্ধ হই বলে প্রভু ! 'মোর দোষ নাই'।
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু ! হেথা নাহি আই"।।

প্রভু বলে 'কৃপা করি পরহ বসন'।
নিত্যানন্দ বলে 'আমি করিব ভোজন'।।
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে, আর কহে হাসিয়া বেড়ায়।।
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর নন্দন।।
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে।।
সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে।।
কাহারে না কহে আই, পুত্র স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে।।
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন।।
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীরসন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া।।
হায় হায় বলে আই "কেনে ফেলাইলা ?।"
নিত্যানন্দ বলে "কেনে এক ঠাঞি দিলা"।।
আই বলে, 'আর নাহি আর কি খাইবা ?।'
নিত্যানন্দ বলে 'চাহ, অবশ্য পাইবা'।।
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে।।
আই বলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল।।"
ধুলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইল আই অপূর্ব দেখিয়া।।
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড্ডু খায়।
আই বলে "বাপ ! এই পাইলা কোথায় ?।
নিত্যানন্দ বলে, "যাহা ছড়াইয়া ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু।।"
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোনজনে।।
আই বলে "নিত্যানন্দ কেনে মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়"।।
এইমত নিত্যানন্দ চরিত অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ।।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন।।
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর।।
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

---

## সপ্তম অধ্যায়

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজনে করে বহু রঙ্গে।।
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়।।
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস।।
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার।।
বর্ষার গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত।।
সর্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়।।

অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্বলোকে করে 'হায় হায়'।।
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোনক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন।।
এই মত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন।।
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে।।
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্বদা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।।
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার।।
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ময় তনু দেখিতে সুন্দর।।
আথে-ব্যাথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন, তথাপিও হাস।।
আপনে লেপিয়া তান অঙ্গ দিব্যগন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে।।
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুন সর্ব ভক্তগণ।।
নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ — রাম মূর্ত্তিমন্ত।।
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার।।
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা।।
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন, — সর্বত্র সম্মতি।।
প্রভু বলে 'একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ — ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার'।।

এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া।।
সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে।।
প্রভু বলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে।।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই।।
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব জীব জনক রক্ষক সর্বমিত্র।।
ইহান ব্যাভার সব কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়।।
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে"।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন।।
প্রভু বলে, "শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ।।
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন"।।
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ।।
পাঁচবার সাতবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়।।
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লোটায়।।
সবে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান।
মত্ত প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান।।

কেহ বলে 'আজ ধন্য হইল জীবন'।
কেহ বলে 'আজি সব খণ্ডিল বন্ধন'।।
কেহ বলে 'আজি হইলাম কৃষ্ণ দাস'।
কেহ বলে 'আজি ধন্য দিবস প্রকাশ'।।
কেহ বলে 'পাদোদক বড় স্বাদু লাগে'।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে।।
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পান মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল স্বভাব।।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
হুঙ্কার গৰ্জ্জন কেহ করয়ে সদায়।।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ।।
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার।।
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে।।
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে।।
কেবা কার গলা ধরি করয়ে রোদন।
কেবা কোনরূপ করে, না যায় বর্ণন।।
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য নাচয়ে সকলে এক ঠাঞি।।
নিত্যানন্দ চৈতন্য করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী।।
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্বগণ হরি বলে।।
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম অনুচর।।
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।
এইমত সর্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্বগণ সঙ্গে গৌরহরি।।
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া উত্তর।।
প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা সে করে আমারে।।
ইহান চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত।।
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বথায়।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব ভক্তগণ।
মহা জয় জয়ধ্বনি করিলা তখন।।
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, তাঁহারে সে জানয়ে সর্ব্বথা।।
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে সব চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## অষ্টম অধ্যায়

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ ! শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর শিক্ষা।।
ইহা বহি আর, না বলাবে, না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা।।
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র হস্তে সকলে কাটিব"।।
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার বল।।
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস।।
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার সে সুবুদ্ধি নহে।।
করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে।।
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজরে কৃষ্ণেরে।।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই ! হই এক মন।।
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে।।
দোহান সন্ন্যাসী বেশ যান ঘরে ঘরে।
আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে।।
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সে বড় সুখ পায়।।
অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে।।
করিব করিব কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ কহে 'ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্রদোষে'।।
যেগুলা চৈতন্য নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী মাত্র গেলে বলে মার মার।।
'তোমরা পাগল হইলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে ?।
ভব্য সভ্য লোক সব হইলা পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল।।
কেহ বলে 'এ-দুজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর।।
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আরবার আসে যদি লবে দেয়ানে'।।
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে।।
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া।।
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল।।
সে দুইজনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ।।
দেয়ানে না দেব দেবা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।।
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়।।

দূরে থাকি লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ।।
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বলে।।
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস।।
সর্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল।।
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে।।
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব ধর্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়।।
সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম।।
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে।।
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্বনাশ।।
দুইজনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে।।
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
'কোন জাতি দুইজন, এমত বা কেনে ?।।'
লোকে বলে "গোসাঞি ! ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা-মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন।।
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেক দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে।।
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এই পাপকর্ম্ম।।
ছাড়িল গোষ্ঠীরা বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া।।

এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়।।
হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুইজন।
ডাকা চুরি মদ্য মাংস করয়ে ভোজন"।।
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।।
পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর।।
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস।।
এ দুইয়ের প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে।।
তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করো যদি চৈতন্য প্রকাশ।।
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে।।
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন।।
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গা স্নান করে গিয়া।।
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি।।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার।।
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস প্রতি।
বলে "হরিদাস ! দেখ দোঁহার দুর্গতি।।
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম ঘরে নাহিক নিস্তার।।
প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে।।

যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে।।
তোমার সংকল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা।।
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার।।
যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে"।।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে।।
হরিদাস প্রভু বলে "শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়।।
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ সে শিখাও"।।
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন।।
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই।।
সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ।
তারমধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ।।
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার।
বলিলে না হয় তবে সেই ভার তাঁর"।।
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে।।
সাধুলোকে মানা করে 'নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও।।
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমনে সাহসে।।
কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও দুইর ঠাঁই।
ব্রহ্মবধ গোবধে যাহার অন্ত নাই"।।

তথাপিও দুইজন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
নিকটে চলিলা দোঁহে মহাকুতূহলী।।
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার"।।
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুইজন।
মহক্রোধে দুইজন অরুণ নয়ন।।
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
'ধর ধর ধর' বলি ধরিবারে যায়।।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি দুই দস্যু পাছে যায়।।
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে।।
লোকে বলে 'তখনেই যে নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল'।।
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
'ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে'।।
'রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ !' সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িলা ভয়ে চলিলা সকলে।।
দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিনু ধরিনু বলি লাগি নাহি পায়।।
নিত্যানন্দ বলে 'ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব'।।
হরিদাস বলে 'ঠাকুর আর কেন বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃতে প্রাণ গেল।।
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ'।।

এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।।
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে।।
দুই দস্যু বলে 'ভাই ! কোথারে যাইবা।
জগা মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা ?।।
তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে'।।
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ' বলিয়া।।
হরিদাস বলে 'আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে।।
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজ পরাণ হারাই'।।
নিত্যানন্দ বলে 'আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল।।
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজা আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে।।
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান।
চোর ঢঙ্গ বহি লোকে নাহি বলে আন।।
না করিলেও আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে।।
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুইজনে বলিলাম দোষভাগী আমি'।।
হেনমতে দুইজনে আনন্দ কোন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল।।
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি।।
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল।।
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল।।
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়।।
স্থির হই দুইজনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে।।
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদনমোহন।।
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা যে কহেন সকল।।
কহেন আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেত দ্বীপ পতি যেন সনকাদি সঙ্গে।।
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়।।
'অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ পুনঃ বলয়ে ব্রাহ্মণ।।
ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্ণনাম।
খেদাড়িয়া আইল ভাগ্যে রহিল প্রাণ'।।
প্রভু বলে 'কে সে দুই কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম'।।
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ।।
'সে দুইয়ের নাম প্রভু জগাই-মাধাই'।
সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই।।

১। জগাই মাধাই — জগাই মাধাইর নাম জগন্নাথ ও মাধব। পূর্ব অবতারে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় ছিলেন। নবদ্বীপে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের জমিদার শুভানন্দ রায়ের পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। রঘুনাথের পুত্র জগন্নাথ, জনার্দ্দনের পুত্র মাধব। দুঃসঙ্গ কারণে মদ্যপ হইয়া মহা অনাচারী হন। পরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের করুণায় পরম ভাগবত হন।

সঙ্গ দোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি।।
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে।।
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি'।।
প্রভু বলে 'জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা'।।
নিত্যানন্দ বলে 'খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি।।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুই জনে গোবিন্দ বলাই।।
স্বভাবে ত ধার্ম্মিক বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এই দুই বিকর্ম বই নাহি জানে আন।।
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি পাতকী-পাবন হেন নাম।।
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা'।।
হাসি বলে বিশ্বম্ভর 'হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।।
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল'।।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা তখন।।
হইল উদ্ধার সবে মানিলা হৃদয়।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয়।।
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সে বা কোন দিগে যায়।।
বর্ষাতে জাহ্নবী জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়।।
কুলে থাকি ডাক পাড়ি, করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।।
যদি বা কুলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া।।
তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া।।
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়।।
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে।।
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি খায়।।
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে।।
চৈতন্য — বলিস যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া।।
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে।।
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে।।
মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার"।।
হাসিয়া অদ্বৈত বলে "কোন চিত্র নয়।
মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয়।।
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠীক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত ?।।
নিত্যানন্দ করিবে সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল।।
এই দেখ তুমি, দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিবে গোষ্ঠী মাঝে।।

বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ।।
শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখো তান শক্তি।।
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া।।
একাকার করিবেক সেই দুইজনে।
জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে"।।
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মদ্যপ উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু যার যেন মতি।।
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া।।
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়।।
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে।।
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা।।
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্গ।।
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা স্নানে।
যদি যায়, তবে দশ বিশের গমনে।।
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্বরাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে।।
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায়।।

যখন কীর্ত্তন করে দুইজন রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়।।
মদ্যপানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায় আছয়ে কোন স্থানে।।
প্রভুরে দেখিয়া বলে, 'নিমাই পণ্ডিত।
করাইলা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী গীত।।
গায়েন সব ভাল মুই দেখিবার চাই।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাই'।।
দুর্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়ে লোক সবাই পলায়।।
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া।।
"কে-রে, কে-রে" বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলে, "প্রভুর বাড়ী যাই"।।
মদ্যের বিক্ষেপে বলে "কি বা নাম তোর ?"
নিত্যানন্দ বলে, 'অবধূত নাম মোর'।।
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়।।
'উদ্ধারিব দুইজন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে।।
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।।
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, গোবিন্দ সঙরে।।
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে।।
'কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়।।
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভালাই তোমার'।।

আথে-ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা।।
নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে।।
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
'চক্র-চক্র-চক্র !' প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে।।
আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল।।
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।।
"মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই।।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু ! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির"।।
জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হইয়া।।
জগাইরে বলে, "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে।।
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ"।।
জগাইর বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল।।
প্রেমভক্তি হউ বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূৰ্চ্ছিত হইলা।।
প্রভু বলে 'জগাই ! উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিলা তোরে'।।
চতুর্ভূজ — শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।।
দেখিয়া মূৰ্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা গৌরাঙ্গ গোসাঁই।।

পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন।।
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঁই।।
এক জীব, দুই দেহ জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঁই।।
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল।।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া।।
"দুইজনে এক ঠাঞি কৈলা প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু! কর দুই ভাগ ?।।
মোরে অনুগ্রহ কর, লও মোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন"।।
প্রভু বলে 'তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুই।
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই'।।
মাধাই বলে, 'ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধৰ্ম্ম সে আপনি কেন ছাড় ?।।
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজপদ তা সবারে তবে দিলে কেনে"।।
প্রভু বলে "তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত।।
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড়"।।
'সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি — মুঞি পাইব কেমনে ?।।
সৰ্ব্বরোগ নাশ বৈদ্য চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি।।
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত"।।

প্রভু বলে 'অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া ভূমি পড়'।।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ।।

যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ।।

বিশ্বম্ভর বলে — "শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে — কৃপা করিতে জুয়ায়।।

তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত"।।

নিত্যানন্দ বলে, "প্রভু, কি বলিব মুই।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুই।।

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিনু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।।

মোর যত অপরাধ — কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই"।।

বিশ্বম্ভর বলে — "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল"।।

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সব বন্ধন মোচন।।

মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিল।
সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইল।।

হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ।।

প্রভু বলে, "তোরা আর না করিস পাপ"।
জগাই মাধাই বলে "আর নারে বাপ"।।

প্রভু বলে, "শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলা মোচন।।

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর।।

তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার"।।

প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই।।

মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ সাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে।।

'দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে।।

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব।।

এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান।।

নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়'।।

জগাই মাধাইরে সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর ভিতর গেলা লইয়া।।

আপ্তগণ সান্তাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যেতে।।

বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুইপাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর।।

সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র রাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব সমাজ।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি[১], প্রভু হরিদাস।
গরুড়াই[২], রামাই[৩], শ্রীবাস গঙ্গাদাস।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত[৪] চন্দ্রশেখর আচার্য্য[৫]।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সব কার্য্য।।
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে ভাসিলা জগাই মাধাই লইয়া।।
লোমহর্ষ, মহা অশ্রু' কম্প সর্ব গায়।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়।।
কার শকতি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যু করে — দুই মহাভাগবত।।
প্রভু বলে 'এ দুই, মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার।।
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে।।
যে রূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ'।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই।।
সর্ব মহাভাগবতে কৈলা আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হইলা নিরপরাধ।।
প্রভু বলে "উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই।।
এ দুয়ের পাপ মুই না লইমু আপনে।
এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।।

---

১। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি — পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু। পূর্ব অবতারে বৃষভানু মহারাজ ছিলেন। চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং প্রেম বৈচিত্র্যের গুণে প্রেমনিধি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

২। গরুড়াই — গরুড়াই বলিতে গরুড় পণ্ডিতকে বুঝায়। ইনি পূর্ব অবতারে শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড় ছিলেন।

৩। রামাই — শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্ব অবতারে মহামুনি পর্ব্বত ছিলেন। রামাই সর্বক্ষণ শ্রীবাসের অঙ্গসঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া গৌরপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

৪। বক্রেশ্বর পণ্ডিত — বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধ, ব্রজের শশিরেখা ও তুঙ্গবিদ্যার মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিতরূপে প্রকট হন। একদা প্রভুকে বলিয়াছিলেন, আমায় সহস্র গন্ধর্ব প্রদান করুন, আমি নৃত্য করিব। তিনি ক্ষেত্রধামের শ্রীরাধাকান্তের সেবায় বিরাজ করিতেন।

৫। চন্দ্রশেখর আচার্য্য — নবদ্বীপ নিবাসী চন্দ্রশেখর আচার্য্য পূর্ব অবতারে চন্দ্র ছিলেন। তিনি "আচার্য্যরত্ন" নামে খ্যাত। তিনি শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গের জননী শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বজয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রভুর গয়াযাত্রা ও সন্ন্যাসকালে সঙ্গে ছিলেন এবং সন্ন্যাসকালে কার্য্যের সকল সমাধান তিনি করিয়াছেন।

সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়।।
তো সবার যত পাপ মুঞি নিনু সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই ! এই অনুভব"।।
দুই জনের দেহে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার।।
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণসহ নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ।।
যেই শুনে এই দুই দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ্র অবতার।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## নবম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে।।
শুদ্ধ সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়।।
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্বকার্য্য।।
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ।।
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু।।
জয় রাজ পণ্ডিত দুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর।।
সেই জয় জয় তুমি কর যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ।।
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর।।
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ।।
জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর।
জয় হরিদাস বাসুদেব[১] প্রিয়কর।।
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত তাহা ঘোষয়ে সংসারে।।
আমা দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব মহিমা তোমার।।
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব।।
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী।।

---

১। বাসুদেব দত্ত — বাসুদেব দত্ত পূর্ব অবতারে শ্রীকৃষ্ণের গায়ক মধুব্রত ছিলেন। চট্টগ্রামের চক্রশালায় জন্ম। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ক শ্রীমুকুন্দ দত্ত। তিনি শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। একদা সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া আপনি নরক বাস করতঃ তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর সমীপে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

কোটি-ব্রহ্ম-বধি যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয়।।
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন।।
বেদ সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার।।
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা হই করিলা উদ্ধার।।
এবে বুঝি দেখ প্রভু ! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে।।
নারায়ণ নাম শুনি অজামিল মুখে।
চারি মহাজন আইলা সেইজন দেখে।।
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে।।
গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু ! মহিমার সীমা।।
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত।।
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণগ্রাম।
নির্লক্ষ্য উদ্ধার প্রভু ইহার সে নাম।।
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারও দ্রোহ করি পাইল মোচন।।
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্র গণে।।
তোমা সনে যুঝিবেক ক্ষত্রিয়ের ধর্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্মে।।
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে।।

তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল।
তবে কোন মহাজনে তারে পরশিল ?
আমারে পরশে এবে ভাগবত গণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে।।
সর্বমতে প্রভু ! তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে সবে জানিলেক দড়।।
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি করিলা মোচন।।
দৈবে সে উপমা নহে আসুরী পূতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা।।
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদে বিনা তাহা দেখে কাহার শকতি।।
যে করিলা এই দুই পাতকী শরীরে।
সাক্ষাৎ দেখিল ইহা সকল সংসারে।।
যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার।
কারে কোনো রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার।।
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্ম দৈত্য দুইজন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ।।
বুলিয়া বুলিয়া কাঁদে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি।।
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব দেখিয়া।
জোড় হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া।।
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যে রূপে কৃপা করহ যাহারে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## দশম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায়।।
উষাকালে গঙ্গা স্নান করিয়া নির্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে।।
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন।।
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার।।
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।।
গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন।
সঙরি সঙরি পুনঃ করয়ে রোদন।।
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্য কৃপা দুইজন কান্দে।।
সর্ব্বজন সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর।।
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপি দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়।।
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া।।
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ।।
নিত্যানন্দ অঙ্গে মুই কৈনু রক্তপাত।
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত।।
যে অঙ্গে চৈতন্য চন্দ্র করয়ে বিহার।
সেই অঙ্গে মুই পাপী করিনু প্রহার।।
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই।।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে।।
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব নগরে বেড়ায়।।
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া।।
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন।।
বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু ! করহ পালন।
তুমি সে ফনায় ধর অনন্ত ভুবন।।
ভক্তির স্বরূপ প্রভু ! তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্বতী শঙ্কর।।
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন।।
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী।
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ গুণ গাও।
সর্ব্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও।।
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ।।
কালিন্দী ভেদনকারী তোমার সে নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান।।
সর্ব ধর্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
বেদে সে বলয়ে তোমা আদিদেব নাম।।
তুমি সে জগৎ পিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর।।
তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য।।
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া।।

তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের — তুমি সর্ব্বশক্তি।।
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন।।
তোমা বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার।।
তুমি সে করহ প্রভু ! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব পাষণ্ডীর প্রাণ।।
তুমি সে করহ সর্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা।।
তোমার কৃপায় সৃষ্টি কর অজ দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে।।
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব সৃষ্টির সংহার।।
তথাহি — শ্রীমদ্ভাগবতে —
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্কাম্যাত্তি জয়ত্রয়ম্ ইতি।
সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ ! তুমি বক্ষে ধর।।
পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার।।
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মোরে ধিক্ দারুণ পাতকী নাহি আর।।
পার্বতী প্রভৃতি নবার্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ধরিয়া।।
সে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ।।
চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরহে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া।।
হেন অঙ্গ মুই পাপী করিনু লঙ্ঘন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।।

যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন।।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়।।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল।।
লঙ্ঘনের কি দায় যাঁহা অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে।।
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সুত।
তোমা দেখি না উঠিল হৈল ভস্মীভূত।।
যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ।।
দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ।।
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন।
তাঁ সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ।।
যাঁর অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুই দারুণের কোন লোকে হবে বাস।।
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই।।
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁহার প্রকাশ।।
শরণাগতের বাপ ! কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ।।
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব বৈষ্ণবের ধন।।
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়।।
দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন-গো-কর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর।।

মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন।।
উঠ উঠ মাধাই ! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ।।
শিশুপুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় ?।
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়।।
তুমি সে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেই ভক্ত হইবেক আমার চরণে।।
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র।।
যে জন চৈতন্য ভজে সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ।।
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে জন্মে জন্মে সেহো দুঃখ পায়।।
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব দুঃখ মাধাইর হৈলা বিমোচন।।
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু ! মোর আছে নিবেদন।।
সর্ব্ব জীব হৃদয়ে বসহ প্রভু ! তুমি।
সেই সব জীব হিংসা করিয়াছি আমি।।
কারে বা করিনু হিংসা, তারে নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি।।
যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ!
কোনরূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ।।
যদি মোর প্রভু ! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়।।
প্রভু বলে, 'শুন কহি তোমার উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়।।
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ।।
অপরাধ ভঞ্জনা গঙ্গায় সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য।।
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার'।।
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে বহে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল।।
লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম।।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।।
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে গোবিন্দ সবে করয়ে স্মরণ।।
শুনিয়া সকল লোকে নিমাই পণ্ডিত।
জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত।।
শুনিয়া সকল লোক হইলা বিস্মিত।
সবে বলে নর নহে নিমাই পণ্ডিত।।
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন।।
নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে যে তাঁরে করিবে পরিহাস।।
এ দুয়ের বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে।।
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত।।
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা।।
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই।।

নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
সহস্তে কোদালিতে আপনই খাটে।।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
মাধাইর ঘাট বলি সর্বলোকে গায়।।
এইমত সৎকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার।।
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড।।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেইজন।।
চারিবেদ গুপ্তধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিলা যথা যথা।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

—— ——

## একাদশ অধ্যায়

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া।।
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত।।
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর।।
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইব সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্ব্বথায়।।
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ।।
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হাতে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

প্রভু বলে, "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহি যে নিজ হৃদয় নিশ্চয়।।
ভাল সে আইলাম আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল আইলাম সংহারিতে।।
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটিপাশ।।
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে।।
ভাল লোকতারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সর্বজীবের সংহার।।
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।।
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।।
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিবে সকল ভুবন।।
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।।
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলি দেখ আমারে কে মারে।।
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়।।
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস করণে।।
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি।।
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে।।
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোনক্ষণ।
তুমিত জান অবতারের কারণ।।

আর শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চজনা ঠাঞি।।
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।।
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধনাম।।
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচজনা মাত্র করিবা বিদিত।।
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ"।।
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তর বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ।।
কোন বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে।।
নিত্যানন্দ বলে, "প্রভু ! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়।।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে।।
সর্ব লোকপাল তুমি সর্ব লোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমাত।।
যেরূপে করিবে তুমি জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানিবে আর।।
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত।।
তথাপিহ কহ সর্ব সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে।।
তবে সে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! বিরোধিতে পারে"।।
নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা।।
এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে গৌরহরি।।
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিস্পন্দ।।
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে।।
কিমতে বঞ্চিব আই কাল দিনরাতি।
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি।।
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

।। মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ।।

## ✵ অন্ত্যখণ্ড ✵

# প্রথম অধ্যায়

### ✵ মঙ্গলাচরণ ✵

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।।
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ বল্লভ একান্ত।।
জয় জয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ন্যাসীরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত সমাজ।।
জয় জয় পতিত পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।
শেষখণ্ড কথা ভাই ! শুন এক চিত্তে।
নিত্যানন্দ ভক্তগণ মিলিলা যেমতে।।
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে।।
প্রভু বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন।।
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সবারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে।।
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে।।
তাঁ সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে[১]"।।
প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন হইয়া আনন্দ।।
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায়।।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল।।
ক্ষণেকে কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন।।
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎসপ্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়।।
আপনা আপনি সর্বপথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে আনন্দ সাগরে।।
কখন বা পথে বসি করয়ে রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ।।
কখন হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস।।
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে।।
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে।।
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা।।
এইমত গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু ঘাটে মিলিলা আসিয়া।।

---

১। ফুলিয়া নগর — ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা স্টেশন হইতে লালগোলা রেলপথে রাণাঘাট স্টেশন। তথা হইতে শান্তিপুর পথে ফুলিয়া রেল স্টেশন। ফুলিয়া নামকরণ সম্পর্কে মৎকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন দ্রষ্টব্য।

আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয়।।
আসি দেখে আইর দ্বাদশ উপবাস।
সবে কৃষ্ণ শক্তি বলে দেহে আছে শ্বাস।।
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নের বহয়ে প্রেম জল।।
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা লয়।
মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ?।।
কহ কহ রামকৃষ্ণ আছেন কেমনে ?।
বলিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়য়ে তখনে।।
ক্ষণে বলে আই ওই শুনি শিঙ্গা বাজে।
অক্রুর আইল কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে।।
এইমত আই কৃষ্ণ বিরহ সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয়।।
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।
বাপ ! বাপ ! বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কেবা পড়য়ে কোন্ ভিত।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেমজলে।।
শুভবাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
"সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে।।
শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে"।।
চৈতন্য বিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন।।
সবাই হইলা অতি আনন্দ বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ কোলাহল।।

যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস।।
দ্বাদশ উপবাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন।।
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি বলে মধুর উত্তর।।
"কৃষ্ণের রহস্য কোন না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি।।
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ।।
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র সবার জীবন।।
হেন প্রভু বক্ষে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার।।
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার।।
ভাল হয় যেমতে প্রভু সে সব জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে।।
শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ।।
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপবাসে হয় কৃষ্ণ উপবাস।।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন"।।
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন।।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি।।
তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া।।

পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ উপবাসে আই করিলা ভোজন।।
তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে।।
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী।।
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্বলোক হরি বলি বলে ধন্য ধন্য।।
পূর্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিবারে করিল গমন।।
গূঢ় রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম।
না জানিয়া করিলাম তান মর্ম্ম।।
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন।।
এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়।।
আইল সকল লোক ফুলিয়া নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হৈলা সর্ব্ব সন্ন্যাসীর শিরোমণি।।
সর্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে।।
সর্বলোকে ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর।।
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ।।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর।।

দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরে শ্রীচরণ।।
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান।।
আর্তনাদ ক্রন্দন করেন ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন।।
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
বোল বোল বলি প্রভু গর্জে ঘন ঘন।।
কি কহিব সে বা প্রেমরসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে হরি হরি।।
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ।।
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনরায় দিলা দরশন।।
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেড়ি গায়ে পড়ে উল্লাসে নৃত্য করে।।
কেবা কার গায়ে পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম।।
আনন্দে অদ্বৈত নাচে করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার।।
যে সুকৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।।
পুনঃ প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনরায় ঐশ্বর্য্য আবেশে সংকীর্ত্তন।।
সর্ব বৈষ্ণবের সহিত প্রভুর মিলন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে[১]।।
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল।।
স্নান করি সুবর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।।
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ[২]।।
কতদুরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া।।
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায়।।
কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস ক্ষণে বা গর্জ্জন।।
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব অঙ্গে ধূলা মাখয়ে অপার।।
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্বলোকে বাসে।।
আপনা আপনি নৃত্য করে কোন ক্ষণে।
টল-মল করয়ে পৃথিবী সেই ক্ষণে।।
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়।।
নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়।।
নিত্যানন্দ স্বরূপে থুইয়া একস্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে।।
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে।।
ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিও আসিব এইক্ষণে।।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ডধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে।।
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।।
"ওহে দণ্ড ! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে।।"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ডভাঙ্গি করি তিন খণ্ড।।

---

১। সুবর্ণরেখা — সুবর্ণরেখা উড়িষ্যায় অবস্থিত। এখানে রোহিনীনগরে প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের জন্মভূমি।

২। জগদানন্দ — শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, পূর্ব অবতারের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা দেবী অধুনা জগদানন্দ পণ্ডিত রূপে প্রকট হন। বাল্যে শিবানন্দ সেনের ভবনে রহিয়া গীতা ভাগবত অধ্যয়ন ও রন্ধন কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। শিবানন্দ সেনই সঙ্গে লইয়া তাহাকে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন করান। তদবধি প্রভু সঙ্গে খেলাধূলা, অধ্যয়নাদি লীলা করেন। সন্ন্যাসের কালে সঙ্গে রহিয়া ক্ষেত্রধামে গমন করেন। তথায় শ্রীগিরিধারী সেবা প্রকট করেন। প্রভুর আদেশে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে মায়ের সমীপে আসিতেন। তৈল কলস ভঞ্জন, প্রভুর শয্যা নির্মাণ ও বৃন্দাবন গমনাদি তাঁহার প্রেম বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে।।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরও জানে শ্রীগৌরসুন্দর।।
আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ।।
এক বস্তু দুইভাগে ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে।।
বলরাম বিনে অদ্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড।।
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম সেই জন সুখে তরে।।
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া।।
ভগ্ন দণ্ড দেখি ইহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন, "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে ?"।
নিত্যানন্দ বলে "দণ্ড ধরিলেক যে।।
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্যজনে"।।
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর।।
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিলা প্রভুর গোচর।।
প্রভু বলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে নাকি কোন্দল করিলা কারো সনে"।।
কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল"।।
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি"।।
নিত্যানন্দ বলে, "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশখান।
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ"।।
প্রভু বলে "যাহে সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশখান"।।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক মুখ পাতে আর খেলা।।
এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়।
সেই সে অবুঝ ইহা জানিহ নিশ্চয়।।
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহাপ্রীতি করে।।
প্রাণ সম অধিক বা যে সকল জন।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন।।
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপামাত্র।।
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
শেষে ক্রোধ ব্যক্তিতে লাগিলা গৌরহরি।।
প্রভু বলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ।।
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল কিবা আমি যাই"।।
মুকুন্দ[1] বলেন "তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবার কিছু কৃত্য আছে পাছে"।।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্তসিংহ প্রায় গতি লঙ্ঘিতে দুষ্কর।।
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর[2] দেব স্থানে।।

---

১। মুকুন্দ — প্রভুর গায়ক, চট্টগ্রামে চক্রশাল গ্রামে দত্তকুলে জন্ম। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। বাসুদেব দত্ত ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

২। জলেশ্বর — জলেশ্বর উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত।

দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইলা বিদিত।।
আনন্দে অধিক সবে করে গীত-বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য।।
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা।।
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে।।
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধার।।
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।।
কতক্ষণে প্রভু পরমানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হই রহিলেন প্রিয়গোষ্ঠি লৈয়া।
সবা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সবেই নির্ভয় হৈলা পরমানন্দ মন।।
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে।।
"কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যে মতে আমার হয় সন্ন্যাস রক্ষণ।।
আর আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও।।
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই"।।
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান।।
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়।।
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।
আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়।।
পরমানন্দ হৈলা সর্ব ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## তৃতীয় অধ্যায়

"তোমরা ত' আমার করিলা বন্ধু কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ।।
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
বা আমি যাইব আগে তাহা বল মোরে"।।
মুকুন্দ বলেন, "তবে তুমি আগে যাও"।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।।
মত্তসিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবীষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর।।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে।।
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ।।
দেখিমাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার।।
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র।।
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়।
দেখিমাত্র জগন্নাথ — নিজ প্রিয় কায়।।

আবরিয়া সার্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে।।
শেষে সার্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে।।
সর্ব্বভৌম বলে, "ভাই পড়িহারীগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন"।।
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন।।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া।।
হেনই সময়ে সর্বভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ অন্তরে।।
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া।।
এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সব মহানন্দ করি।।
সিংহদ্বার নমস্করি সর্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন।।
সর্ব্বলোকে ধরি সার্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে।।
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি ইহা সার্বভৌম হরষিত মন।।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা স্থানে।
বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে।।
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলেব উদয়।।
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ববেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে।।
নিত্যানন্দ দেখি সার্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয়।।
মনুষ্য দিলেন সার্বভৌম সবা সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে।।
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাত।।
স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব গোসাঞিের মত কেহো না করিবা।।
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাব দেখাইতে।।
যে রূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে।।
বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ।।
এতেকে তোমরা সব অচিন্ত্য কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিনু নিবেদন।।
শুনি সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চিন্তা নাহি বলি সবে করিলা গমন।।
আসি দেখিলেন চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তগণ সাথ।।
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন।।
শ্রীচৈতন্য রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম — কোন স্থানে নহে স্থির।।
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারীগণে কেহ রাখিতে না পারে।।
একেবারে উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে।।
উঠিতে পড়িহারী ধরিলেক হাত।
ধরিতে পড়িল গিয়া হাত পাঁচ সাত।।
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার।।

প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া।।
আজ্ঞা মালা পাই সবে আনন্দিত মনে।
আইলা সত্বর সার্ব্বভৌমের ভবনে।।
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র গমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে।।
এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয়।
বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয়।।
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে।।
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু।।
এইমত চিন্তি পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয়।।
নিত্যানন্দ স্বরূপ স্বভাব বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে।।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে।।
বসিয়া আছেন সার্বভৌম পদতলে।
চতুর্দিকে ভক্তগণ রামকৃষ্ণ বলে।।
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত।।
ক্ষণেকে উঠিল সর্ব্ব জগৎজীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।।
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে"।।
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা।।
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে।।

আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস।।
এই সার্বভৌম নমস্করেন তোমারে।
আথে-ব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে"।।
প্রভু বলে, "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়।।
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিলা আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার।।
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে"।
এত বলি সার্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে।।
প্রভু বলে, "শুন আজি আমার অ্যাখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাম বিদ্যমান।।
জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষমাঝে থুই আপনার।।
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি।।
দৈবে সার্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহাসঙ্কটে।।
আজি হৈতে আমি এই বলি দৃঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাও বাহিরে থাকিয়া।।
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব।।
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিনু জগন্নাথ।
তবেত সঙ্কট আজি হইত আমাত"।।
নিত্যানন্দ বলে, "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল"।।
প্রভু বলে, "নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাম তোমারে"।।
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য মুখে।।

বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে।।
মহাপ্রসাদ দেখি প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার।।
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় নিতাই'র সঙ্গ।।
শেষ খণ্ডে নিতাই আইলা নীলাচলে।
এ অ্যাখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।

---

## চতুর্থ অধ্যায়

শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
শ্রীনিতাই চাঁদ বিহরিলেন যেমনে।।
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।।
প্রভু বলে, "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার।।
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে।।
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন"।।
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে।।
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময়।।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন।।
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি।
সর্ব পারিষদগণ করিয়া সংহতি।।
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়।।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কতভাব নাহি তার অন্ত।।
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ।।
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া।।
হইলা রাধিকাভাব গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে বলি অট্ট অট্ট হাসে।।
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে হেন রেবতী।।
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ।।
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুইরে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে।।
এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম।।

দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা পাসরি।।
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
"বল ভাই ! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে"।।
"লোকে বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা"।।
লোক বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যাত্রাপথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত।।
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোক স্থানে।
লোক বলে পথ রহে দশক্রোশ বামে।।
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কি কথা।।
যত দেহ ধর্ম — ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক — পাই পরমানন্দ সুখ।।
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকলি অনন্ত।।
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী[১] গ্রাম।।
রাঘব পণ্ডিত[২] গৃহে সর্বাগ্রে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া।।
পরম আনন্দ হৈলা রাঘব পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর[৩] গোষ্ঠির সহিত।।
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে।।
নিরন্তর পরমানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর।।
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে।।
সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
তেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।।
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম।।
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।।
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।।

---

১। পানিহাটী — পানিহাটী ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর স্টেশনে নামিয়া এক মাইল পশ্চিমদিকে শ্রীপাট বিরাজিত।

২। শ্রীরাঘব পণ্ডিত — রাঘব পণ্ডিত পূর্বলীলায় ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। রাঘবের ঝালি সর্বজন প্রসিদ্ধ। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর সেবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে সাজাইয়া দিতেন। রাঘব পণ্ডিত চতুর্মাস্য যাপনের জন্য নীলাচলে যাত্রাকালে লইয়া যাইতেন। তাহা বারমাস শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ষণ করিতেন।

৩। শ্রীমকরধ্বজ কর — মকরধ্বজ কর ব্রজলীলায় চন্দ্রমুখ নট ছিলেন। পানিহাটী গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং কায়মনে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন। রাঘবের ঝালি লইয়া তিনি নীলাচলে গমন করিতেন। পানিহাটীর ভবানীপুরে ছাতুবাবুর-লাটুবাবুর বাগানের পূর্বে ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে তাঁহার ভিটা বিরাজিত।

নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার।।
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে।।
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ।।
যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার।।
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে।।
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেই ক্ষণে।।
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল।।
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দিকে সবেই বলেন হরি হরি।।
সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈলা পুলকিত।।
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন।।
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানা মতে।।
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত।।
খট্টায়ে বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ।।
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা আনন্দ ভক্তগণ।।
ত্রাহি ত্রাহি সবে বলেন বাহু তুলি।
কার বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী।।

স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম দৃষ্টি—বৃষ্টি করি চারিদিকে চায়।।
আজ্ঞা করিলেন, "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত।।
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি"।।
করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে"।।
প্রভু বলে, "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে"।।
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব।।
জাম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল।।
কি অপূর্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব বন্ধ।।
দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত।
বাহ্য দূরে গেল হৈলা মহা আনন্দিত।।
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে।।
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়।।
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা অনুভব।।
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে।।
দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে।।
হাসি নিত্যানন্দ বলে, "শুন ভাই সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব।।"

করজোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
'অপূর্ব দোনার গন্ধ পাই চারিভিতে'।।
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়।।
প্রভু বলে, "শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য।।
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।।
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা।।
সেই অঙ্গে দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে।।
তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে।।
এতেকে তোমরা সর্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি।।
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে"।।
এত কহি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্বদিকে প্রেমবৃষ্টি করিলা বিস্তার।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম বৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে।।
শুন শুন আরে ভাই ! নিত্যানন্দ শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব জগতেরে ভক্তি।।
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে।।
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে।।
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে।।

কেহ কেহ প্রেম সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া।।
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি।।
কেহ বা গুবাক বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া।।
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল।।
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জন সিংহসার।।
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ।।
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমবল।।
যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিগে মহাপ্রেমভক্তি বৃষ্টি হয়।।
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমি পড়ি গড়ি যায়।।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়।।
যত পারিষদ নিত্যানন্দ প্রধান।
সবাতেই হইল সর্বশক্তি অধিষ্ঠান।।
সর্বজ্ঞতা বাক সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার।।
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া।।
এইমত পানিহাটী গ্রামে তিনমাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস।।
তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্দ্ধেক কারো নাহি স্ফুরে।।

তিনমাস কেহ নাহি করিল আহার।
সর্ব প্রেম সুখে নৃত্য বহি নাহি আর।।
পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবে সে সব কৌতুক।।
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত।।
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দিকে লই সব পারিষদ সঙ্গ।।
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভক্ত জনে জনে।।
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দিকে দেখি যেন প্রেমবন্যাময়।।
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্বজন।।
আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সর্বভক্তবৃন্দ।।
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সংকীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ।।
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে।।
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় সেই ক্ষণে।।
এইমত পরানন্দ ভক্তি সুখ রসে।
ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিনমাসে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## পঞ্চম অধ্যায়

তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কতদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে।।
ইচ্ছামাত্র সব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে।।
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর।।
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার।।
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান।।
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম ইচ্ছাময়।।
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ।।
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্যহার।
মণি-মুক্তা প্রবালাদি — যত সর্ব্বসার।।
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে।।
মুক্তা কসা সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন।।
পাদপদ্মে রজত নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগত মোহন।।
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস।।
মালতী মল্লিকা যূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল আন্দোলন খেলা।।
গোরচন সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে।।

শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ মাল্যের বিলাস।।
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি।।
যেদিগে চাহেন দুই কমল নয়নে।
সেইদিগে প্রেমবর্ষে ভাসে সর্ব্বজনে।।
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুইদিগে করি তথি সুবর্ণ-বন্ধন।।
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভা করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে।।
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সুহার।।
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশকলা।।
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে।।
তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্য্যটন কেলি।।
জাহ্নবীর দুইকূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম।।
দরশন মাত্র সর্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়।।
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর।।
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্তন বিনে।।
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন।।

গৃহস্থের শিশুসব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে।।
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
মুত্রিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া।।
হেন সে সামর্থ এক শিশুর শরীরে।
সাতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী।।
এইমত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ।।
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার।।
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ।।
পুত্রপ্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া।।
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধিয়া — তবু অট্ট-অট্ট হাসে।।
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে।।
গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন কে কিনিবে গোরস।।
শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়।।
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর।।
অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল।
সর্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল।।

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্ল রায়।
করিতে লাগিলা নিত্য গোপাল লীলায়।।
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ।।
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবীষ্ট হয় অবধূত মণি।।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে।।
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে।।
দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়।।
প্রেমভক্তি বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপম।।
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ চালন মহিমা।।
কিবা সে নয়ন ভঙ্গী কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির কম্পন বিলাস।।
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর।।
যেদিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেইদিগে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণ সুখে ভাসে।।
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহস্মৃতি কারো না থাকয়।।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণ।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তা ভুঞ্জে যতজনে।।
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে দেহ হয় অতি ক্ষীণ।।
এক মাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহপ্রায় সব ব্যবহার।।
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায়।।
এই মত কতদিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বসে।।
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে।।
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার।।
পরমানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেল সেই কাজীর আলয়।।
যে কাজীর ভয়ে লোক পালায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে।।
নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবীষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে।।
দেখা মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্বগণে।
বলিবার কার কিছু না আইল বদনে।।
গদাধর বলে আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বল নহে ছিণ্ডি তোর মাথা।।
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির।।
কাজী বলে গদাধর তুমি কেন এথা ?।
গদাধর বলেন আছয়ে কিছু কথা।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা হরি হরি।।
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা স্থান।।
পরম মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি।।
যদ্যপিও কাজী মহাহিংসক চরিত।
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত।।

হাসি কাজী বলে শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাও হরি আজি যাহ ঘর।।
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেম সুখে।।
গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে।।
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরি নামের গ্রহণ।।
এত বলি পরম উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর।।
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে।।
এইমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাঁহার গণনা।।
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতিমাত্র লয় সেইক্ষণে।।
হেন কাজী দুর্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।।
হেন জনে পাসরিল সব হিংসা ধর্ম।
ইহারে সে বলি — কৃষ্ণ আবেশের কর্ম।।
সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে না পারে।।
ব্রহ্মাদির অভিষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ।।
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়।।
ভজ ভাই ! হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে[১]।
সপ্তগ্রাম[২] আইলেন সর্ব্বগণ সহে।।
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম।।
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ।।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্রে মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম।।
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে।।

---

১। খড়দহ — খড়দহ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট পথে খড়দহ স্টেশন অবস্থিত। শ্যামবাজার (কোলকাতা) হইতে বাসযোগে যাওয়া যায়।

২। সপ্তগ্রাম — সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া — বর্ধমান রেলপথে ব্যাণ্ডেলের পরবর্ত্তী আদি সপ্তগ্রাম স্টেশন অবস্থিত।

উদ্ধারণ দত্ত[১] ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে।।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর।।
জন্মে জন্মে নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর।।
যতেক বণিক কূল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইলা দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার।।
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে।।
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।।
বণিক সবের কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈলা উদ্ধার।।
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়।।
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার।।

পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।।
রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয়।
সর্ব্বদিগ হৈল হরি সঙ্কীর্ত্তনময়।।
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে নগরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে।।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।।
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার।।
জয় জয় অদ্ভুত চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়।।
এইমতে সপ্তগ্রামে অম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।।
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে।।
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানে জন্মিল কোন সুখ।।
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার।।
নিত্যানন্দ স্বরূপে অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে।।

---

১। উদ্ধারণ দত্ত — উদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ, দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্ব অবতারে ব্রজের সুবাহু সখা ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দসহ সর্বতীর্থ ভ্রমণ করেন। প্রভুর বিবাহকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কাটোয়ার অনতিদূরে উদ্ধারণপুরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে অন্তর্দ্ধান করিলে উদ্ধারণ দত্ত খড়দহে আসিয়া সেই সংবাদ প্রভু বীরচন্দ্রকে প্রদান করেন।

দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইল বিবশ।
জন্মিল অত্যন্ত অনির্বচনীয় রস।।
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যান অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে।।
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ।।
তবে কতক্ষণে প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন এক স্থানে হই মহাধীর।।
করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি।।
তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম।।
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্মসেতু।।
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণশক্তি।।
ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ভক্ত নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার।।
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে।।
পতিত পাবন তুমি দোষ দৃষ্টি শূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহুপুণ্য।।
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার।।
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে।।
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদি দেব মহীধর।।
রক্ষকূল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত।।
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে।।
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবে যে তে জনে।।
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দে আবেশে পাসরিলেন আপনা।।
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ।।
তবে যে কলহ হের অন্যান্য ব্যাজে।
সে কেবল পরমানন্দ যদি মনে বুঝে।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার।।
হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজ রঙ্গে।
বিহরয়েন কৃষ্ণকথা মঙ্গল প্রসঙ্গে।।
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত।।
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## সপ্তম অধ্যায়

তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে।।
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব চলিলা সংহতি।।
সেইমত সর্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই।।
আই বলে, “বাপ তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি।।
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর।।
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে।।
মুঞি দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে”।।
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত।।
নিত্যানন্দ বলে, “শুন আই সর্ব মাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছোঁ হেথা।।
মোর ইচ্ছা তোমা দেখোঁ থাকিয়া হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়”।।
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হইয়া।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে।।
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত।।

প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।।
পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তন মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ।।
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস।।
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার।।
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে।।
গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব অঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ।।
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়।।
শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস।।
বেত্র বংশী পাঁচনী জঠর তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগমন লোভে।।
রজত-নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্রগমনে।।
যেদিকে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইদিকে হয় কৃষ্ণ রস মূর্ত্তিমন্ত।।
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপে।।
নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি।।
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী।।
তথি মধ্যে দুর্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে।।

তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি হৈল অতি অমায়ায়।।
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন।।
চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার।।
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ।।
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর।।
যত চোর দস্যু তার মহাসেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ অতি পরম কুমতি।।
পরবধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপে দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি-মুক্তা দিব্যহার।।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হৈলা দস্যু ব্রাহ্মণের মন।।
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহার ধন হরিবারে রঙ্গে।।
অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নহে।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়ে।।
হিরণ্য পণ্ডিত[১] নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-অকিঞ্চন।।
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ।।
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ — পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।।
আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই।।
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর।।
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি।।
শূন্য বাড়ী মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে।।
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়।।
এই মত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ করি করিল গমন।।
খাঁড়া ছুড়ি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে।।
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল একজন।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ।।
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ।
কেহো করে সিংহনাদ, কেহো বা গর্জ্জন।।
রোদন করয়ে কেহো পরানন্দ রসে।
কেহো করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে।।
হৈ হৈ হায় হায় করে কোনো জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবে সচেতন।।

---

১। হিরণ্য পণ্ডিত — হিরণ্য পণ্ডিত পূর্ব অবতারে যজ্ঞপত্নী ছিলেন। পূর্ব অবতারের ন্যায় এই অবতারে শ্রীমন্মহাপ্রভু একাদশী দিনে তাহার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

চর আসি কহিলেক দস্যুগণ স্থানে।
ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে।।
দস্যুগণ বলে সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে, হানা দিব গিয়া।।
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পর-ধন লইবেক এই কুতূহলে।।
কেহো বলে, "মোহার সোনার তাড়বালা"।
কেহো বলে, "মুঞি নিব মুকুতার মালা"।।
কেহো বলে, "মুঞি নিমু কর্ণ আভরণ"।
"স্বর্ণহার নিমু মুঞি" বলে কোনো জন।।
কেহো বলে, "মুঞি নিব রজত নূপুর"।
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর।।
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায়।।
সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন।।
প্রভুর মায়ায় হেন হইলা মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত।।
কাক রবে জাগিয়া সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখি মন।।
আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গাস্নানে।।
শেষে সব দস্যুগণ নিজস্থানে গেলা।
সবাই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা।।
কেহো বলে, "তুই আগে পড়িলি শুইয়া"।
কেহো বলে, "তুই বড় আছিলি জাগিয়া"।।
কেহো বলে, "কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার"।।
দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে, "কলহ করহ কেনে আর।।
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিন যায়।।
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজি সবে গেনু তেকারণে।।
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া"।।
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন।।
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেন বীর ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র।।
মহানিশা — সর্বলোকে আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে।।
বাড়ির নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে।।
চতুর্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ।।
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সবেই উদ্দণ্ড।
নানা অস্ত্রধারী সব পরম প্রচণ্ড।।
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার একজনে।
শতজন মারিতে পারে সেইক্ষণে।।
সবার গলায় মালা, সর্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম সঙ্কীর্ত্তন।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দিগে কৃষ্ণ গায় সেই সব গণে।।
দস্যুগণ দেখি বড় হইল বিস্মিত।
বাড়ি ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত।।
সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে।
কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে।।
কেহ বলে, "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহারো পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া"।।

কেহ বলে, "ভাই ! অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি।।
জ্ঞানবান কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়।।
অন্যথা যেসব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের প্রায় যে না দেখি একজন।।
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সবে"।।
আর কেহো বলে, "তুমি বসি থাক ভাই।
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি"।।
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে, "জানিলাম সকল কারণ।।
যত বড় বড় লোক চারিদিগ হৈতে।
সবে আইসেন অদধূতেরে দেখিতে।।
কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে তার পদাতিক বহুতর।।
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে হরি হরি করে জপ।।
এ বা নহে কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কতদিনে এড়াইব এই পাকে।।
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই"।।
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূত চন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দ্যে বিহারে।।
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেক নিত্যানন্দ প্রভুর ভবনে।।
দৈবে সেইদিন মহা ঘোর অন্ধকার।
মহা ঘোর নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার।।
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাচন।।
প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈলা অন্ধ, কেহো চাহিতে না পারে।।
কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবে হইলেন হত — প্রাণ-বুদ্ধি-মন।।
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁক পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে।।
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে।।
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
সর্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে।।
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক করয়ে ক্রন্দন।।
সেইখানে কারো কারো গায়ে হৈল জ্বর।
সর্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর।।
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি।।
একে মরে দস্যু জোঁক পোকের কামড়ে।
বিশেষ মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে।।
শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে।।
হেন সে পড়য়ে এক মহ ঝন-ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা।।
মহাবৃষ্টে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহাশীতে সবার কম্পিত কলেবর।।
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড়-বৃষ্টি শীতে।।
নিত্যানন্দ দ্রোহে আসিয়াছে জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া।।
কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ।।

মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর — মনুষ্যে সত্য কহে।।
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায়।।
আরদিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন।।
যোগ্য মুঞিঃ পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলু মতি।।
এ মহা সঙ্কটে মোরে কে করিব পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর।।
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ।।
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরো নিস্তার।।
এইমত চিন্তিলে নিত্যানন্দের চরণ।
সবার হইল দুই চক্ষু বিমোচন।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্মরণ প্রভাবে।
ঝড়বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে।।
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ।।
দস্যু সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দ চরণে আইলা সেই মতে।।
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত।।
চতুর্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত মণি।।
সেই মহা দস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়।।
আপাদ মস্তক পুলকিত সর্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহা কম্প।।
হুঙ্কার গর্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া।।
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত পাবন"।
বাহু তুলি এইমত বলে ঘন ঘন।।
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত।।
কেহো কহে, "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে"।।
কেহো বলে, "নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন"।।
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমবিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া।।
প্রভু বলে, "কহ দ্বিজ ! কি তোমার রীত।
বড়ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত।।
কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি অকপটে কহ সব"।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন।।
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা আপনে।।
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে।।
এই নদীয়ায় প্রভু ! বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ ; ব্যাধ-চণ্ডাল আচার।।
নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি।।
আমা দেখি সর্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে।।

দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার।।
একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন।।
সেদিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলু তোমারে।।
আর দিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া।।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে।।
একেক পদাতিক যেন মত্ত হস্তি প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়।।
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে।।
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার।।
কারো পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।
এত ভাবি সেদিন গেলাম সেই মতে।।
তবে কতদিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম।।
বাড়ীতে প্রবীষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানাস্থানে।।
কাঁটা জোঁক পোকা ঝড়-বৃষ্টি শিলাপাতে।
সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে।।
মহাযম-যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ।।
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলু একান্তভাবে সবেই স্মরণ।।
তবে হইল সবার লোচন বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিত পাবন।।
আমি সব এড়াইলু এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা।।
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু ! তুমি সর্ব জীব পাল।।
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়।।
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেই তোমার স্মরণে দুঃখ তরে।।
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ।।
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বড়ো আর প্রভু নাহি অপরাধী।।
সর্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন।।
জন্মাবধি তুমি সে জীবন রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।।
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভবন"।।
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে উর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত রায়।।
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম।।
দ্বিজ বলে, "প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায়।।
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত — মরিব গঙ্গায়"।।
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব ভক্তগণ।।
প্রভু বলে, "দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম-জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দৃঢ়।।

নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্তবিনে।।
পতিত তারণ হেতু চৈতন্য গোসাঞি।
অবতরি আছেন ইহাতে অন্য নাঞি।।
শুন দ্বিজ ! যতেক পাতক কৈলি তুঞি।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করহ আর।।
ধর্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।।
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম পথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া"।।
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি।।
মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ববন্ধ বিমোচন।।
কাকু করে দ্বিজ প্রভুর চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"প্রভু মোর নিত্যানন্দ পাতকী পাবন।
মুঞি পাতকীরে দেহ চরণে শরণ।।
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন লোকে হৈব গতি"।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর।।
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ।।
সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্মপথে লইলেন চৈতন্য শরণ।।
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে হইলেন অতি সাধু ব্যবহার।।
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণু ভক্তিযোগ দক্ষ।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর।।
অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়।।
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে।।
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার।
যে অশ্রু কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার।।
চোর ডাকাইতের হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের শক্তি।।
ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র।।
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান।।
দস্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে।।
যে জন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান।
তাহারে অবশ্য মিলে গৌর ভগবান।।
যেই গায় নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।
সে বিহরে অভয় পরমানন্দ সুখে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ।।
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্বদাস সহ করে কীর্ত্তন আনন্দ।।
বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা।।
অকৈতব রূপে সর্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে রতি মতি।।
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম।।
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর।।
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস।।
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব অধ্যয়ন।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস।।
চৈতন্য চন্দ্রেতে তাঁর বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি।।
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে।।
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে।।
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে।।
বিপ্র বলে, "প্রভু ! মোর এক নিবেদন।
কহিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন।।
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে।।
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুতে না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ।।
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ।।
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে।।
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস।।
দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে।।
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার।।
বড়লোক বলি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে।।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে"।।
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে।।
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
আসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর।।
"শুন বিপ্র মহাঅধিকারী যে বা হয়।
তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্ময়।।
তথাহি — ( ভাঃ ১১ / ২০ / ৩৬ )
ন ময্যে কান্ত ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবাগুণাঃ।
সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ু যাম্।।
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল।।

পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে।।
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তার।।
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্বথায় মরে, সর্ব পুরাণ প্রমাণ।।
তাথাহি — (ভাঃ ১০/৩৩/৩০-২৯)
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদযথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।
ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষয় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।।
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম।।
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দায় কি দায় তাঁরে হাসিলেই মরি।।
ভাগবত হৈতে সে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি।।
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়।।
এককালে রামকৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যাপূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে।।
কি দক্ষিণা দিব বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নি সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি।।
মৃত পুত্র মাগিলেন রামকৃষ্ণ স্থানে।
তবে রামকৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে।।
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব কর্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হইতে পুত্র দিলেন আনিয়া।।
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দৈবকীও মাগিলেন মৃত পুত্র দান।।

দৈবে রামকৃষ্ণ একদিন সম্বোধিয়া।
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া।।
শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ কলেবর।।
সর্ব জগতের পিতা তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ।।
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হইতে সব হয়।।
তথাপি পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার।।
যমঘর হইতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুইজন।।
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত মোর তাহা সবারে দেখিতে।।
কতকাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া।।
এইমত আমারেও কর পূর্ণকাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান।।
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
সেইক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন।।
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ।।
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব।।
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে।।
জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ।।
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত — পূর্ণ মনস্কাম।।

যদ্যপিও শুদ্ধ-সত্ত্ব দেব ঋষিগণ।
তাঁ সবারো দুর্লভ তোমার দরশন।।
তথাপি হেন সে প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরে হও সাক্ষাৎকার।।
এতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখিনু সাক্ষাতে।।
মারিতে যে আইল লইয়া বিষ স্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে।।
যোগেশ্বর সবে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে।।
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব-লোক-নাথ।
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত।।
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকো গিয়া।।
তোমার দাসের মেলে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ।।
রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এইমত স্তুতি করে বলে মহাশয়ে।।
ব্রহ্মালোক শিবলোকে যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে।।
হেন পুণ্য জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার।।
আজ্ঞা কর প্রভু ! মোরে শিখাও আপনে।
যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।।
যে করয়ে প্রভু ! আজ্ঞা পালন তোমার।
সেইজন হয় বিধি নিষেধের পার।।

শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা।।
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়।।
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক সেই পাপে সেহো মৈল শেষে।।
নিরবধি সেই পুত্র শোক স্মঙরিয়া।
কান্দেন দৈবকী দেবী দুঃখিতা হইয়া।।
তোমার নিকট আছে সেই ছয়জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ।।
সে সব ব্রহ্মার, পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ।।
প্রজাপতি মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল ছয়জন।।
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হৈলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত।।
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ।।
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা পরিহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস।।
হিরণ্যকশিপু জগতেরে দ্রোহ করে।
দেব দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে।।
তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ।।
তবে যোগমায়া ধরি পুন আর বার।
দেবকীর গর্ভে লঞা কৈলেন সঞ্চার।।
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে।।
জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা তথাপি মারিলেন কংসরায়।।

দৈবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
তা সবারে কান্দেন আপন পুত্র মানি।।
সেই ছয়পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান।।
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ।।
প্রভু বলে, "শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়।।
সিদ্ধ সবে পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা।।
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে।।
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে।।
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারো বিঘ্ন ধরে।।
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে।।
তথাহি — বরাহ পুরাণে —
সিদ্ধি ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র।।
তথাহি — শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে —
অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তিমে।
ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।
তুমি বলি ! মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য কথা।।
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত হইলা হৃদয়।।
সেইক্ষণে ছয় পুত্র, আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি।।
তবে রামকৃষ্ণ প্রভু লয়া ছয়জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ।।
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে।।
ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করি পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্য জ্ঞান।।
দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বর চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্বজনে।।
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টে সবারে চাহিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া।।
চল চল দেবগণ যাহা নিজ বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস।।
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা — ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তান।।
তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা।।
ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুন পাইবা প্রসাদ।।
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয়জন।
পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।।
পিতা মাতা রামকৃষ্ণ পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব দেবগণ নিজ পুরী।।
কহিলাম এই বিপ্র ! ভাগবত কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্বথা।।
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি।।
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ।।

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্বজীব হইব উদ্ধার।।
তাঁহার আচার বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার।।
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।
চল বিপ্র ! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও।।
পাছে তাঁরে কেহো কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে।।
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র ! কহিল তোমারে।।
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে"।।
তথাহি — শ্রীমুখ কৃত শিক্ষাশ্লোকঃ —
গৃহ্ণীয়াদ্ যবনী পানিং বিশোদ্ বা শৌণ্ডকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্য নিত্যানন্দ পদাম্বুজম্।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইলা তখন।।
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপে নিজ বাস।।
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে।।
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ।।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদগুহ্য লোক বাহ্য যাঁহার আচার।।
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি আদি দেব ধরণী ধরেন্দ্র।।
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর।।
কেহ বলে, "নিত্যানন্দ যেন বলরাম"।
কেহ বলে, "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম"।।
কেহ বলে, "মহাতেজী অংশ অধিকারী"।
কেহ বলে, "কোনরূপ বুঝিতে না পারি"।।
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি।।
যে সে কেনে চৈত্যন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে।।
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ।।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।।
হেন দিন হৈবে কি চৈতন্য, নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।।
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি।।
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## নবম অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে।
বিহরয়ে প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে।।
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নৃত্য গীত হৈল সবার ভজন।।
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে।।
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।।
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান।।
আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়।।
পরম বিহ্বল, পারিষদ সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম-গুণ সঙ্গে।।
হুঙ্কার গর্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ।।
এইমত সর্বপথে প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতক দিবসে।।
কমলপুরেতে[১] আসি প্রসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া।।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি করেন হুঙ্কার।।
আসিয়া রহিলা এক পুষ্প উদ্যানে।
কে বুঝি তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে।।
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ।।
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র।।
প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর।।
শ্লোক বন্ধে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া।।
শ্রীমুখের শ্লোক নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি।।
তথাহি — শ্রীমুখকৃত শিক্ষাশ্লোকঃ —
গৃহ্নীয়াদ্ যবনী পানিং বিশোদ বা শৌণ্ডকালয়ম।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজম।।
মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র।।
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি।।
নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে।।
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন।।
হরি বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।
দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে।
দোঁহে দণ্ডবত হই পড়ে দুজনারে।।

১। কমলপুর — উৎকলে দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। মালতী, পাটপুর স্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া ক্ষেত্র যাত্রাপথে ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে আগমন করেন। এখান হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দেউল দর্শন করিয়া প্রভু ভাবাবিষ্ট হন।

ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ ক্রন্দন।।
ক্ষণে পরমানন্দে গড়ি যায় দুইজন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দোঁহার গর্জ্জন।।
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
দুইজনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দোঁহারে।
দোঁহারেই দোঁহে যোড়হস্তে নমস্করে।।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম।।
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি।।
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস।।
তবে ততক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।।
"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত।।
যতকিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার।।
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধ ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে।।
নীচ জাতি পতিত অধম যতজন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন।।
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে।।
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়।।
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার।।
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে।।
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর।।
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে"।।
তবে ততক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়।।
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি।।
প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার।।
কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্যদরশনে।।
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু ! তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি।।
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা।।
তার খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ দড়ি।
ইহা সে ধরিনু আমি মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি।।
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপভক্তি আচরণ।।
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে সে সকলে হাস্য করে।।
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে।।
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তবু তোমার সে নাম"।।
প্রভু বলে, "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধাভক্তি বই কিছু নহে আর।।

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই যে তোমার সর্বকাল অলঙ্কার।।
নাগ বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে।।
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ।।
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার কার্য্য হয় বাধ।।
আমি তো তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখো কহ কায়বাক্য মনে।।
নন্দগোষ্ঠী রসে তুমি বৃন্দাবন সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে।।
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ।।
বেত্র বংশী শিঙ্গা গুঞ্জা হরি মালাগন্ধ।
সর্বকাল এই রূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ।।
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি।।
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন।।
সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি।।
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে"।।
স্বানুভাবানন্দে দুই — মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত।।
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া।।
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানে সর্বথা।।

নিত্যানন্দ চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময়।।
কি করেন আনন্দ বিগ্রহ দুইজনে।
চৈতন্য ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপেও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমণি।।
আপনারে যেন প্রভু না করে ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব।।
সুকোমল দুর্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়।
বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মা আদি সবে এই কয়।।
না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য অন্যের কি কথা।।
এইমত ভাব রঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি।
এক কথা না কহেন একজন ঠাঞি।।
হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন।।
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
মুনি ধর্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্বথা।।
বেত্র বংশী বহি পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি ধর্ম ছাড়ি।।
কেহো বলে, "ভক্ত নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ ক্রীড়া অধিক সবার।।
গোপ-গোপী ভক্তি সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল।।
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুলভক্তি পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়"।।
তথাহি — শ্রীভাগবতে ( ১০ / ৪৭ / ৬৩ )
বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীনাং পাদরেণু ভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।

এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার।।
অন্যোন্যে বাজায়েন আনন্দ ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।।
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ কোন্দল।।
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া।।
ঈশ্বরের অভিন্ন — সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ।।
তথাপিও সর্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর — কৃষ্ণচৈতন্য সর্বথা।।
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দির্বিষ্ণেয়-তত্ত্ব।
সবে মেলি এইমাত্র গায়েন মহত্ত্ব।।
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে।।
সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল মনে।।
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি।।
কোটি অলৌকিকো যদি এই দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন।।
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

* * * * * * * * * * * * * * *

নিত্যানন্দ স্বরূপো পরম হর্ষ মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে।।
নিত্যানন্দ চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব বন্ধ বিমোচন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## দশম অধ্যায়

জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়।।
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে।।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।।
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া।।
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ দাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস।।
যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সবে কহে, "এই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই"।।
নিত্যানন্দ স্বরূপো সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে।।
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে।।
নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে।।
গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ।।
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডিও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে।।
দেখি সে মুরলী মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা।।
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর।।
দোঁহে মাত্র দেখিয়া দোঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।

অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বলে মহিমা দোঁহার।।
কেহো বলে, "আজি হৈল লোচন নির্ম্মল"।
কেহো বলে, "আজি হৈল জনম সফল"।।
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি আনন্দ সাগরে।।
হেন সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস।।
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে।।
গদাধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি।।
তবে দুই প্রভু স্থির হয় একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সংকীর্ত্তনে।।
তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন, "আজি ভিক্ষা ইথি"।।
নিত্যানন্দ গদাধরে দিবার কারণে।
এক মণ চাউল অনিয়াছেন যতনে।।
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে।।
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিন সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর।।
গদাধর ! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।।
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাঞি।
নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি।।
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
আনিয়াছ গোপীনাথ দেবের লাগিয়া।।

লক্ষ্মীমাতা এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ।।
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর।।
দিব্য রঙ্গ বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে।।
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা।।
কেহো করেনাহি দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলিয়া আনিয়া করিলা এক পাক।।
তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোন জল।।
তার এক ব্যঞ্জন করিল অম্লনাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান।।
গোপীনাথ অগ্রে লঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা।।
প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।
"গদাধর গদাধর" ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ।।
হাসিয়া বলেন প্রভু, "কেন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর।।
আমি তো তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা বলেতে আমি খাই।।
নিত্যানন্দ-দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন মোর ইথে আছে ভাগ"।।
কৃপা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ সাগর ভিতর।।
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর।।

সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে।।
প্রভু বলে, "তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া"।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে।।
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন ব্যঞ্জন প্রশংসে।।
প্রভু বলে, "এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা।।
গদাধর ! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক।।
গদাধর ! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন।।
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি"।।
এইমত মহানন্দে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন দোঁহে প্রেমানন্দ রসে।।
এ তিন জনের প্রীতি এ তিন সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে।।
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ।।
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সেই জনে।।
হেনমতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে।
বিহরেণ গৌরচন্দ্র সঙ্গে কুতূহলে।।
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর।।
জগন্নাথ একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে।।
এ আনন্দ ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## একাদশ অধ্যায়

একদিন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সনে।
নীলাচলে যেই যুক্তি করিল নির্জ্জনে।।
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার।।
পুনহ আসিব আমি[১] তোমার মন্দির।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতার।।
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে নহেত প্রচার।।
অচিন্ত্য আমার শক্তি কেহ নাহি জানে।
সেই জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে।।
পূর্বে যদু বিস্তার না করিলা দ্বাপরে।
এবে তোমার বংশ বৃদ্ধি হৈবে সংসারে।।
নিত্যানন্দ কহেন, "সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রি হও যন্ত্রতুল্য হই আমি।।
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা।।

১। পুনহ আসিব আমি — এই বাক্যই প্রভু বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বাভাষ।

বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা।।
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা।।
কিছুদিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া।।
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা।।
পুনঃ ভূষা পরাইলা করিলে বিষয়ি।
আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই।।
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনে ত জানি ধর্ম্ম করিলে স্বীকার।।
রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারি বটে।।
এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোসাঞি।
তুমি সে অনন্য গতি মোর আর নাঞি।।
আজ্ঞাকারি দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শিরে ধরি"।।
এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হৈলা।
প্রভু তাঁর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলা।।
"নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মূর্ত্তিমান।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান।।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান।।
তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান।
শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান।।
কোন কালে তোমাতে আমাতে নহে ভিন্ন।
কলিকালে অবতার স্বকার্য্য সাধন।।
যৈছে মসুরের ডাল দুই ফাক হয়।
তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয়।।
অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি।
কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফূর্ত্তি।।
চলি বলি করি যত তোমার ইচ্ছায়।
আমার যেখানে যত তোমার সহায়"।।
নিত্যানন্দ কহে, "কপট কথা তোমার।
কতভাতি কহ মন পাতিয়াছ মোর।।
পূর্বে গোপীগণে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া।
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া।।
সব ছাড়ি ভজি তোমা না পাইল সঙ্গ।
স্বগণ সন্তাপি সর্বকাল এই রঙ্গ।।
মাতা, পিতা, পুত্রে মৈত্রে করিলা উদাস।
মোরা ইথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস।।
যা বলিবে তা করিতে হয় মোরে।
অলঙ্ঘন বচন কে পারে লঙ্ঘিবারে।।
সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ কেমনে সহিব"।।
প্রভু কহে, "প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা।
ইচ্ছামাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা।।
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে।।
রাত্রি দিন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া।।
অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব"।।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্ত কথা হৈল।
অন্তরঙ্গ ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ কৈল।।
গুপ্ত অবতার মোর বেদে নাহি জানে।
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে।।
"সত্য সত্য কহি যে অন্যথা কভু নয়।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয়"।।
এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া।
চরণের ধূলা লোটে চৈতন্য আসিয়া।।

দুইজনে গলাগলি করয়ে রোদন।
এইমতে সেই রাত্রি হৈল জাগরণ।।
প্রাতে গিয়া দুই জনা নিত্যক্রিয়া করি।
অনিমিষে দেখে জগন্নাথের মাধুরী।।
সেদিন হৈতে প্রভুর হৈল কোন দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা।।
এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল।
প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল।।
ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে।
এইসব কথা আর কেহ নাহি জানে।।
একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থযাত্রা ছলে।
প্রভুপদে বিদায় হইয়া সবে চলে।।
নিত্যানন্দ আইলেন গৌড়দেশ দিয়া।
কতেক মহান্তগণ সঙ্গেতে লইয়া।।
পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি।।
পূর্ব্ববৎ চলিয়া আইল গঙ্গাতীরে।
পানিহাটী গ্রামে আইলা রাঘব-ঘরে।।
শুনি সব লোক আসে আনন্দ উন্মাদে।
বৃদ্ধ বালক সব দরশনের সাধে।।
ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম।।
কত লোক খায়, বারি লয় কত আর।
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দ্ধার।।
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে যত জন।।
নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনীয়া গায়।
কত বা ময়ূরপুচ্ছ চামর ঢুলায়।।

শিরে লট-পটি পাগ শ্রবণে কুণ্ডল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।।
অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুলি।
গলে দোলে নীলমণি কণ্ঠেতে শিকলি।।
চরণ কমলে বাজে সোনার নূপুর।
শ্রবণ মাত্রেতে পাপ তাপ যায় দূর।।
কমল নয়নে ধারা পড়ে মুখ বেয়ে।
পদ্মমধু ভ্রমরা ফেলিছে উগারিয়ে।।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ মহা মল্লবীর।।
অরুণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কীর্ত্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগী।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সে ডাহিনে বামে হেলে।
অঙ্কুশের ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে।।
ঘূর্ণিত লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
হয় হয় করি কথা মধুর করি ভাষে।।
কখন বা মৌনে রহে নয়ন মুদিয়া।
কৃষ্ণরে ! বাপরে ! বলি ডাকয়ে কান্দিয়া।।
কখন বা যোড়হস্তে প্রভু বলি ডাকে।
কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে।।
মৃদু মৃদু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে।
অঙ্গ আচ্ছাদিয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে।।
ভায়ারে ! ভায়ারে ! বলি কখন বা হাসে।
বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে।।
এইমত নিত্যানন্দ ভাবের উদ্গাম।
কিভাবে কেমন করে বুঝিতে দুর্গম।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## দ্বাদশ অধ্যায়

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা নগরে[১] যায় এক ভৃত্য লৈয়া।।
জাতিতে বণিক, নাম উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভু পারিষদ হন পরম মহত্ত্ব।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের[২] দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া।।
তিহো গিয়া কহিলেন প্রভু সমাচার।
শুনি পণ্ডিত আসি হৈলা সাক্ষাৎকার।।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণ যুগলে।
"কি ভাগ্য প্রসন্ন বলি যোড়হস্তে বলে"।।
প্রভু কহে, "তোমা কাছে আইলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি"।।
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা।
আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা।।
পণ্ডিত কহেন, "প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতি ভয়।।
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণ ত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ"।।
এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া।।
পণ্ডিত বিমনা হৈয়া গেলা অভ্যন্তরে।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে।।
"হে কৃষ্ণ ! এমন কি করিবেন বিধাতা।
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা"।।
এত চিন্তি চলিলেন বাড়ীর ভিতরে।
স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে।।
"গত নিশি শেষে এই দেখিল স্বপন।
তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন।।
শুভ্র গৌরকান্তি অতি প্রকাণ্ড শরীর।
আরক্ত লোচন যেন মহা মল্লবীর।।
আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া।
এই বাড়ী পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া।।
স্কন্ধাবলম্বিয়া হল মুষল ধরিয়া।
আমারে ডাকিয়া নিল হাতছানি দিয়া।।
পুষ্পে মণ্ডিত চূড়া কুণ্ডল দুই কানে।
নীলধটী পরিধান নূপুর চরণে।।
আর কহে তোর কন্যা বিবাহিব আমি।
অদ্যাবধি আমারেও না চিনিলে তুমি।।
এতেক কহিয়া মোরে হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেখি হয়েছে বিহান"।।
বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি।
স্বাভাবিক প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি।।
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল।।
"ওহে বন্ধু ! কহি এই অপরূপ কথা।
কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা।।
নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই।
আমরা গৃহস্থ, কন্যা দিতে পারি কই"।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হঞা কহে রক্ষ কৃষ্ণ।।

---

১। অম্বিকা নগর — ইহার বর্ত্তমান নাম কালনা। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথে কালনা রেলস্টেশন অবস্থিত।

২। সূর্য্যদাস পণ্ডিত — সূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর ও গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আদিবাস শালিগ্রাম।

হেনকালে গৃহমধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হৈল ! কি হৈল।।
বেগে সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে।।
অসম্বিতে অঙ্গ কম্পন নয়ন উদ্দাম।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবিরত ঘাম।।
চিকিৎসকগণ দেখি মৃত্যু নির্দ্ধারি।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার।।
অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা করিল শাস্ত্রমতে।।
তথাপি নাহিক কিছু ভালর বিষয়।
ঔষধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয়।।
এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গাতীরে লও, তব কন্যা কুল জ্যেষ্ঠা।।
এত শুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিলা।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিলা।।
"বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে।।
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার।।
বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুতি বাক্য কহিনু সবারে"।।
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মেলি চল নিত্যানন্দ পদে পড়।।
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে ধারা বহি চলে।।
স্বগণ সহিতে গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে।।
"ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া"।
কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া।।
পণ্ডিত গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া।
"আপনে লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া।।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবর্গ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর।।
শীঘ্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয়"।।
এত কহি প্রভু নিল বাড়ীর ভিতরে।
বসু শুইয়া আছে যে ঘরের দুয়ারে।।
বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে।।
উত্তাল নয়নাম্বুজ ধারা মকরন্দ।
চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র।।
দশন কিরণ উঠে অম্বরী উপরে।
বিশ্বের অন্তরে যেন কিরণ সঞ্চরে।।
নবম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস।।
অঙ্গগন্ধ গিয়া নাসাতে প্রবেশ কৈল।
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল।।
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি, একি, বলি গৃহে প্রবেশ করিল।।
লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভূজ হৈল।।
উর্দ্ধে ধনুর্ব্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু।।
মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব অঙ্গে মণিভূষা করে ঝলমল।।
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করজোড় হৈয়া।।
ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হৈল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার।।

হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জীয়ে জীয়ে করে।।
সেবা করি দূর করাইলা পরিশ্রান্ত।
এখনো হয় বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত।।
পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ একমত।।
বেদ সংস্কারে পুনঃ যে দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যে আছে নীত।।
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিল স্বীকার।।
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি।।
সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ।
পণ্ডিত গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন।।
রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন।
ভিক্ষাতি শিক্ষাতি জড় করিল ব্রাহ্মণ।।
আশপাশে সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল।
অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল।।
শুভদিন কৈল বিপ্র আচার্য্য আনিয়া।
উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া।।
সেদিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব।।
বাদ্যকার বাজায় বিবিধ বাদ্যগণ।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ।।
স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর গুয়া পান।
তৈল সন্দেশ কত যে বিধির বিধান।।
তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে।
সন্ধ্যা আহ্নিক করি আইলা এককালে।।
যজ্ঞ কার্য্য পুষ্প আনি কুশ-কুশাসন।
উদুখল মুষল স্রুকাদি যত হন।।
দণ্ড কমণ্ডলু ছত্র পাদুকাদি ঘৃত।
মেখলা কৌপিন কৃষ্ণাজিনে উপবীত।।
বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে।
পুরোহিত নিত্যানন্দে অত্রাগচ্ছ বলে।।
বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে।
শ্রুতি মতে অগ্নি মধ্যে ঘৃতাহুতি জ্বলে।।
যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিল।
তাহা করি দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে দিল।।
অরুণ কৌপিন বহির্বাস কান্ধে ঝুলি।
ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতা এ বোল বলি।।
সংভ্রম করিয়ে সূর্য্যদাসের গৃহিনী।
সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি।।
পুরোহিত কহে পাত্রী দানের নিমিত্তে।
নিত্যানন্দ কহেন ওসব আছে চিত্তে।।
এত কহি শুনাল পুরোহিতের কানে।
তেহো কহে এই বটে না হইবে কেনে।।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি প্রভু অট্টহাসে।
বার বার তিনবার এই ত প্রকাশে।।
চরণে পাদুকা, স্কন্ধে ছত্র চলি যায়।
সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায়।।
সেই মূর্ত্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি।
রামজেঠ হইবে মরমে হেন বাসি।।
প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিনদিন সেইমত নির্জ্জনে রহিলা।।
অতি প্রাতেঃ সূর্য্য রথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইল বিপ্র বদন দেখিয়া।।
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর।
বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর।।
গলাগলি করিয়া নগর নারী যত।
পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কত শত।।

বদনে তাম্বুল পুরি নয়নে কজ্জল।
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল।।
অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত।
নারীগণ হুলাহুলি দেয় চতুর্ভিত।।
সূত্র বান্ধিলেন গিয়া দুজনার হাতে।
বাসুদেবী গৃহে প্রবেশিলা নম্র মাথে।।
বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা।
পরম আনন্দে আসে যায় কত জনা।।
জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ।
বসু ভাগ্যবতী বলি বলে কতজন।।
কেবা পাইয়াছো হেন পুরুষসুন্দর।
পূর্ব্বেতে রেবতী যেন পাইলেন বর।।
কেহ বলে, "পার্বতী শঙ্করে যেন মেলা"।
কেহ বলে, "নারায়ণ সনেতে কমলা"।।
কেহ বলে, "কামদেব রতিতে মিলন"।
কেহ বলে, "সীতারাম এই দরশন"।।
যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া।
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া।।
একে নব তরুণী নাগরী বিভাবর।
আনন্দ ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর।।
এইমত আনন্দে সমস্ত দিন গেল।
প্রদোষ সময় আসি উপসন্ন হৈল।।
বর কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত।
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত।।
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে।
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে।।
সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন।।
সহজেই প্রেমমত্ত ঘূর্ণিত লোচন।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন।।
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে।
সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল ঝলকে।।
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিল ঘন সার।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত।
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত।।
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল।।
শিল্পী-পণ্ডিতা সে নারী বসিয়া নির্জ্জনে।
বসুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে।।
করে চিরুণি ধরি কেশ সংস্কার করি।
বন্ধন করিলা কত ছান্দেতে কবরী।।

—— ——

রঙ্গন পাটের থোপা
দুই দিগে কর্ণ ঝাপা
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি।
ললাটের ক্ষুদ্রালোকে
এক এক করি তাকে
বেণী বনাইল মনোহারী।।
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া
মুছি মুখ নিরখিয়া
কুঙ্কুম মাজিল পুনঃ তায়।
অলকা তিলক করে
নয়নে অঞ্জন পরে
সাজাইয়া দীর্ঘ রেখায়।।
কপাল চিত্রিত করি
বিন্দু দিলা সারি সারি
চিবুকেতে চন্দন রচিল।
নাসায় তিলক দিয়া
রহে তাহা নিরখিয়া
তারপরে ভূষা পরাইল।।

নাসাগ্রেতে স্থূল মুক্তা
সুবর্ণের গুণযুক্তা
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিলপুষ্প অগ্রে যেন
পড়ে মকরন্দ কন
স্থূলরূপে বিশ্বের উপরে।।
সুবর্ণের কণ্ঠি হয়
কণ্ঠ বক্ষ পরিচয়
আর দিলা সুবর্ণ পদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে
ধরিল বক্ষের মাঝে
শোভা যেন অনঙ্গ ফলক।।
কর্ণে দিলা চাঁপা সোনা
সে যেন বিজুরি কণা
নম্র রহে অংশের উপরে।
রহিলা একত্র স্থিতি
স্বভাব চঞ্চল মতি
অংশ পরশিতে সাধ করে।।
সুবর্ণ বলয়া ভুজে
করে নবসঙ্গ সাজে
তার কোণে কনক কঙ্কন।
সোনার নূপুর পদে
পরাইল বহু সাধে
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ।।
শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া
অধরে তাম্বুল দিয়া
গলে দিলা গন্ধ পুষ্পমাল।
চন্দন চর্চ্চিত করি
তাহে গন্ধ দিব্য ধরি
ঘন সার করিয়া মিশাল।।

আত্ম বন্ধু সব মেলি কহিল পণ্ডিতে।
সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে।।
পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার।
সকলের অভিরুচি কর্ত্তব্য আমার।।
শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে।
যার যত আয়োজন একত্র করিতে।।
আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য চতুর্দ্দোলাপরি বসান প্রভুরে।।
বাদ্যকার সকলে বাজায় একতানে।
কত শত শত বাদ্য উঠিল গগনে।।
নর্ত্তন গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে।
দিব্য বস্ত্র ভূষা পরি প্রভু বিদ্যমানে।।
দোলায় চলিলা নিত্যানন্দ নগরেতে।
আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে।।
সারি সারি দোয়ারে নগর নারীগণ।
শিশু কোলে করি ধেয়া যায় কতজন।।
পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায়।।
এইমতে নগর ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ।
পণ্ডিতের দুয়ারে উদয় পূর্ণচন্দ্র।।
পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প মালা পদে দিয়া।।
জলধারা দিয়া নৈলা বিবাহ স্থানেরে।
স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে।।
নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিড়ার উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক ঝলমল করে।।
বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে।
নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে।।
স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে বস্ত্র দিয়া।
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে ঢলিয়া।।

কন্যা আনিলেন দিব্য সিংহাসনোপরি।
ফিরিলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি।।
পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন কৈলা।
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় হৈলা।।
চিরদিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে।
অভিমানে বসুধা রহিলা হেঁট মাথে।।
পুনঃ তারে লইলেন গৃহের ভিতরে।
ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে।।
বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র আভরণ।
সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ।।
পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান।
পূর্ব্বাপর আছে যেন বেদের বিধান।।
বর-কন্যা লইলেন গৃহের ভিতরে।
দিব্য শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে।।
বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিলা ঘরে।
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিলা বাসরে।।
এমন আনন্দে রাত্রি প্রভাত হইলা।
স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিলা।।
বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কর্ম্ম সব কৈল।
তারপর শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল।।
এইমত আনন্দে কতেক দিন যায়।
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায়।।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বারে বারে শ্রীজাহ্নবা দিচ্ছেন ব্যঞ্জন।।
সূর্য্য দাসের কন্যা হন বসু কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা।।
পাসরিতে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভুজে বাস সংভ্রম করিলা।।
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া।।
সূর্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা।।
শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি কৈলা স্বীকার।
তোমারে কিবা অদেয় আছয়ে আমার।।
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিজন মোর।
এককালে সমর্পণ কৈল পায়ে তোর।।
এতেক কহি পণ্ডিত উর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি।।
হে কৃষ্ণ ! যাদব হেন করিবে কখন।
নিত্যানন্দে রহু মোর কায়বাক্য মন।।
এইসব কহিলেন স্বগণ আনিয়া।
ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া।।
তোমার সম্বন্ধে মোরা হলাম কৃতার্থ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সামর্থ।।
সবে কহে পণ্ডিতেরে যোড়হস্ত হৈয়া।
কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া।।
এইমতে অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে লোকেরে ভাসায়।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

— —

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

হেনমতে অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায়।।
এতসব প্রকাশেও কেন নাহি চিনে।
সিন্ধু মাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে।।
মন হৈল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট।।
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম।
প্রকট করিল তাহা আত্মলীলা ধাম।।
গৃহাশ্রমীধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
শ্যামসুন্দর বিগ্রহ সেবা প্রকাশিল।।
শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে।।
দুই প্রিয়া সঙ্গে নানারস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া।।
দুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমে ভোর।।
চৈতন্য চরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয়।।
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পায়া।
ঈশ্বর আপনা বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া।।
শরৎ কৃষ্ণা নবমী বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে লোক আনন্দেতে ভাসে।।
তিন লোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল।।
ধন্য ধন্য বসু লক্ষ্মী বলে সর্বজন।
পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্র বদন।।
পঞ্চদশ মাস তেজে রূপী যে রহিলা।
মার্গ শীর্ষ শুক্ল চতুর্থীতে প্রসবিলা।।
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার।।
ভুবন মোহন বাল্যরূপে করে লীলা।
প্রতিদিন বারে যেন সুধাংশুর কলা।।
একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে অভিরাম[১] আইলা সত্বরে।।
দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল।।
নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল তাঁর গলে।
মধুর মধুর করি অভিরাম বলে।।
শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান।
আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম।।
নিত্যানন্দ কহে তুমি সকলি জান সে।
আমিত জানি কোথাকারে আইল কে।।
এইমত ঠারে ঠারে কহেন দুজনা।
গলে গলে ধরি করে প্রেমের কান্দনা।।
অভিরাম আইলা শুনিয়া বসুদেবী।
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি।।

---

১। অভিরাম — অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম সখা। তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ব লীলার দেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। অদ্যাপি তাঁহার সেবিত শ্রীগোপীনাথ দেব, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ও রামকুণ্ডাদি কৃষ্ণনগরে বিরাজমান। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে কৃষ্ণনগর যাওয়া যায়।

শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হইয়া।
আসিতেছে কত স্থানে বিদায় করিয়া।।
বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি।
দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্রখণ্ড বক্ষেতে ধরি।।
আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা।
প্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমরা।।
কজ্জ্বল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে।
গোময় অঞ্জন ফোঁটা ললাটের মাঝে।।
সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটী সাজে।
যেবা নিরখে তার জাগয়ে হিয়া মাঝে।।
হেনকালে অভিরাম তথায় আসিয়া।
অনিমিষে রহে শিশুরূপ নিরখিয়া।।
নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন।
সবেন্দ্রিয় জুড়াইল করি দরশন।।
প্রভু শুইয়াছে নিজ খট্টার উপরে।
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে।।
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশাল।।
কর পদতলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে।
মহাপুরুষের আকৃতি তার উপরে।।
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম।।
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ।
বার বার তিনবার কৈলা এইমত।।
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়।
চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয়।।
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবত করি।
প্রেমানন্দে ভাসিয়া বুলেন হরি হরি।।
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া বাহির আইলা।
নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা।।

ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, গুঞ্জ পুষ্প মালা।
মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড়বালা।।
কটিতে কিঙ্কিনী ধড়া চরণে নূপুর।
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর।।
বৃষভানু নৃপতির নন্দন শ্রীদাম।
সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম অভিরাম।।
একরাত্র রহিলা গেলেন অন্যস্থানে।
উৎকণ্ঠা আনন্দে ফেরে নাহি বিশ্রামে।।
বাল্য লীলাচ্ছলে প্রভু আত্মপ্রকাশিয়া।
বিহরয়ে নিত্যানন্দ চন্দ্রে সুখ দিয়া।।
অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর হৈতে আইলা।
দেখি আনন্দিত হৈয়া সাবধানে কৈলা।।
চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে।।
সহজে অদ্বৈত প্রভু তর্জ্জায় সমর্থ।
তাঁর কৃপা যারে সেই জানে সব অর্থ।।
প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেলা পুরে।
আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেলা ঘরে।।
এইমত বীরচন্দ্র বাল্যলীলা বেশে।
মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে।।
কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী।
যার যাহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি।।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে।
বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিসালে।।
বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।
সর্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোঁসাই।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই।।
চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ।।

কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া চৈতন্য গুণ গায়।।
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে গৌরমূর্ত্তি।।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।।
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা।।
তথা হৈতে একচাকা করিলা গমন।
বঙ্কিম দেবের গিয়া করে দরশন।।
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা।।
প্রভু দরশনাভাবে বৈষ্ণব আকুল।
এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ সমতুল।।
প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অন্যমনা।
বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা।।
কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে।।
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া।।

কাঁদে সব ভক্তগণ,
হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন
কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে।।
মাথায় দিয়া হাত
বুকে মারে নির্ঘাত
হরি হরি নিত্যানন্দ রায়।
অনায়াসে চলি গেলা
আমা সবা না বলিলা
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর।।
শুনিয়া ক্রন্দন রব
নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ
সবে পায় মহাদুঃখ
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া।।
নাগরিয়া যত ভক্ত
তারা কাঁদে অবিরত
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে
পাষণ্ডীগণ হাসে
নিতাইরে না দেখিনু আর।।

পতিত পাবন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।
তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু।।
অতিশয় মূর্খ জন না জানে মহিমা।
বলে অন্য বোল সেই পাপিষ্ঠের সীমা।।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম।
ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোমা সম।।
আনন্দ কন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
যে সেবয়ে সেই ভক্তি পায় ত সর্ব্বথা।।
সর্ব জীবে প্রভু ! করিলা প্রসাদ।
ক্ষমিল সকল মহা মহা অপরাধ।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব নিত্যানন্দ নাম।
পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি অনুপাম।।

আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মহাগুণনিধি।।
অভিমান দুরন্ত তথি না পাই কৃষ্ণ রতি।
ইহা জানি নিত্যানন্দে করহ ভকতি।।
যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার।
হেন প্রভু নাম হার হউক গলার।।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় ধাম।
স্বভাবে পরম শুদ্ধ নিত্যানন্দ নাম।।
জগত তারণ হেতু যাঁর অবতার।
যে জন না ভজে সেই পাপের আকর।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ এক দেহ।
ইহাতে নিশ্চয় করি কর এক লেহ।।
পরমানন্দময় দুঁহু মুরতি রসাল।
নিতাই চৈতন্য প্রভু শ্রীরাম গোপাল।।
ইহাতে করয়ে ভিন্ন অতি বুদ্ধিহীন।
আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তি চিন।।
জয় জয় শচীসুত আনন্দ বিহার।
পতিত পাবন নাম বিদিত যাঁহার।।
নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিলা।
হেন দয়াময় প্রভু ভজিতে নারিলা।।
কায়বাক্যমনে মোর প্রভুর শরণ।
মোর সম পতিত নাহিক ত্রিভুবন।।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবন সুন্দর।
প্রকাশহ পদ মোর হৃদয় ভিতর।।
যত যত বিহার করিলা গৌড়দেশে।
সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে।।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবন নাথ।
চরণে শরণ মোর হউক একান্ত।।
আর অবতারে কহি নানাবিধ ধর্ম।
কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তি মর্ম।।

ইহাতে যাহার মতি নহিল আনন্দ।
তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা অন্ধ।।
সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নাহুক আমার।।
সংসারে পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর।।
কেহ বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের মহাপ্রিয় ধাম।।
কেহ বলে মহা তেজীয়ান অধিকারী।
কেহ বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি।।
কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ ধন মোর রহুক হৃদয়ে।।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ।।
তোমার হইয়া যেন গৌরগুণ গাই।
জন্মে জন্মে যেন তোমা সংহতি বেড়াই।।
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাই তান।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন।।
আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র।
যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র।।
এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।

।। অন্তখণ্ড সমাপ্ত ।।

ইতি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর
বিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ
চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণম।।

## ❋ পরিশিষ্ট ❋

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবে পরমানন্দ মন।।
কার কোনো কর্ম্ম নাহি সংকীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।।
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছাঁদ, দড়ি গুঞ্জাহার।
তার খাড়ু গায়ে পায়ে নূপুর সবার।।
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু, কম্প, পুলক যতেক অনুরাগ।।
সবার সৌন্দর্য্য হেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সঙ্কীর্ত্তন।।
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও কহিবারে নাহি সীমা।।
তথাপিহ নাম কহি জানি যাঁর যাঁর।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার।।
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দগোষ্ঠী গোপ গোপী অবতার।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া।।
পরম পার্ষদ — রামদাস[১] মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাগে সে কথা কয়।।
যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে।।
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিনমাস।।
প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস[২] মুরারি পণ্ডিত[৩]।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত।।
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি।।
প্রেমভক্তি রসময় গদাধর দাস[৪]।
যাঁর দরশন মাত্র সর্ব পাপ নাশ।।
প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ[৫] নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।।
পণ্ডিত কমলাকান্ত[৬] পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম।।
গৌরীদাস পণ্ডিত[৭] পরম ভাগ্যবান।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের বিলাস।।
বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস[৮]।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।।
পুরন্দর পণ্ডিত[৯] পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত।।
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস[১০]।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।
ধনঞ্জয় পণ্ডিত[১১] মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ।।
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস[১২]।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।।
যদুনাথ কবিচন্দ্র[১৩] প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয়।।
জগদীশ পণ্ডিত[১৪] পরম জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ।।
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম।।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি।।

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস।।
প্রসিদ্ধ কালিয়া[১৫] কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।
সদাশিব কবিরাজ[১৬] মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম।।
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের[১৭] শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।
উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার।।
মহেশ পণ্ডিত[১৮] অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত।।
চতুর্ভুজ পণ্ডিত[১৯] নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ[২০] পরম উদার।
পূর্বে রঘুনাথ পুরী নামে খ্যাতি যাঁর।।
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়।।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ — দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র — নিত্যানন্দ গতি।।
গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ[২১] মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ[২২] —অতি প্রেমরসময়।।
মহা ভাগ্যবন্ত জীব পণ্ডিত[২৩] উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিহার।।
নিত্যানন্দ প্রিয় — মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন।।
যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে।।
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাঁহারা গুরুসম।।
শ্রীচৈতন্য রসে সবে পরম উদ্দাম।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ — ধন প্রাণ।।
কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে।।
সর্বশেষ ভৃত্য তান — বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।।
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।।
সে সবার বিধিমতে মন্ত্র যন্ত্র লয়ে।
নিত্যানন্দ সহ ভজ গৌর কৃপাময়ে।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ পদে আশ।
ভক্ত কৃত্য কহে বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।।
অপ্রেক্ষৈকগতিঃ নিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভুঃ।
যদিচ্ছয়া পামরোঽপি উত্তমশ্লোকমীয়তেঃ।।

মন নিত্যানন্দ বলি ডাক
এমন দয়াল প্রভু
আর না পাইবে কভু
হৃদয় কমলে করি রাখ।।
কিবা সে মধুর লীলা
নাটক কীর্ত্তন কলা
অতীব গম্ভীর অবতার।
আপনার গুপ্তধনে
আনি মর্ত্তে করি দানে
ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার।।
পরশ মণির গুণে
তুচ্ছ লাগে মোর মনে
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্য গুণে
গান করে কতজনে
রতন হইল ঘরে ঘরে।।

আমোদে বলিয়া হরি
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি
প্রেমাবেশে পড়ে লোটাইয়া।
কহে বৃন্দাবন দাস
এমত করিলা আশ
বঞ্চিত অভাগিয়া।।

— —

গ্রন্থোক্ত শ্রীনিত্যানন্দ পরিকরগণের যাঁহাদের পরিচয় জানা সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করিলাম। মৎকৃত "শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী" নামক গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় (৪র্থ খণ্ড) ইহাদের বিস্তারিত জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

১। রামদাস — ঠাকুর অভিরামের নামান্তর।

২। চৈতন্যদাস — চৈতন্য দাসের পরিচিতি অজ্ঞাত। তবে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য "আউলিয়া চৈতন্য দাসের" নাম পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার বন বিষ্ণুপুর হইতে বার ক্রোশ দূরে এক গ্রামে তাঁহার নিবাস।

৩। মুরারী পণ্ডিত — নামান্তর মুরারী চৈতন্য দাস। প্রহ্লাদ সদৃশ তাঁহার মহিমা। তিনি ভাবাবেশে ব্যাঘ্রের গালে চড় মারিয়াছিলেন ও সর্পের সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন।

৪। গদাধর দাস — ব্রজের চন্দ্রকান্তি ও পূর্ণানন্দ নামক সখিদ্বয় মিলিত হইয়া শ্রীল গদাধর দাস নামে আবির্ভূত হন। এড়িয়াদহে তাঁহার শ্রীপাট। কাটোয়ায় প্রভুর সন্ন্যাস স্থানে সমাধি বিরাজিত।

৫। সুন্দরানন্দ — সুন্দরানন্দ ঠাকুর ব্রজের সুদাম সখা। যশোহর জেলায় হলদা মহেশপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়া ছিলেন।

৬। কমলাকান্ত পণ্ডিত — কমলাকান্ত পণ্ডিত পূর্ব অবতারে গান্ধোন্মদা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ অন্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি পরমানন্দপুরীর সঙ্গে তথায় গমন করেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহাকে সপ্তগ্রাম অর্পণ করেন।

৭। গৌরীদাস পণ্ডিত — গৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের সুবল সখা। কালনায় তাঁহার "শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ" দেবের সেবা বিরাজিত।

৮। কৃষ্ণদাস — কৃষ্ণদাস বড়গাছি গ্রামের রাজা হরিহোড়ের পুত্র। বিহারী কৃষ্ণদাস ইহার নামান্তর। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহকার্য্যের সমস্ত ব্যয় বহন করেন এবং অধিবাসাদি ব্যবহারিক কর্ম তাঁহারই ভবন হইতেই অনুষ্ঠিত হয়।

৯। পুরন্দর পণ্ডিত — পুরন্দর পণ্ডিত রাম অবতারে বালির পুত্র অঙ্গদ ছিলেন। খড়দহে তাঁহার শ্রীপাট। বিবাহ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ তাহার ভবনে অবস্থান করেন। তাহাই বর্ত্তমানে প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীপাট বলিয়া পরিচিত।

১০।পরমেশ্বর দাস — পরমেশ্বর দাস ব্রজের অর্জ্জুন সখা। তড়া আঁটপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাহ্নবাদেবীর আদেশে তড়া আঁটপুরে শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন।

১১।ধনঞ্জয় পণ্ডিত — ধনঞ্জয় পণ্ডিত ব্রজের বসুদাম সখা, ঝাড়গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম শ্রীপতি, মাতার নাম কালিন্দী ও পত্নীর নাম হরিপ্রিয়া। তিনি পিতা-মাতার অন্তর্দ্ধানের পর অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া, জলঙ্গী, শীতলগ্রাম, ছাঁচড়া পাঁচড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শ্রীপাট।

১২।বলরাম দাস — দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। বৈষ্ণব সঙ্গীতে তাঁহার অফুরন্ত অবদান।

১৩।যদুনাথ কবিচন্দ্র — নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতুল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

১৪।জগদীশ পণ্ডিত — জগদীশ পণ্ডিত ব্রজের চন্দ্রহাস নর্ত্তক। যশোড়াতে তাঁহার শ্রীপাট। মহেশ পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি গোঘাট হইতে ভ্রাতাসহ নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার পত্নী দুঃখিনী দেবী মহাপ্রভুর ধাত্রীমাতা ছিলেন। জগদীশ পণ্ডিত নীলাচল হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনিয়া যশোড়ায় স্থাপন করেন। কতদিনে প্রভু যশোড়ায় আগমন করিয়া দুঃখিনীর প্রীতিবশে শ্রীগৌরগোপাল মূর্ত্তি ধারণ করেন। অদ্যাপি সেই সেবা বিরাজিত।

১৫। কালিয়া কৃষ্ণদাস — কালিয়া কৃষ্ণদাস পূর্ব অবতারে লবঙ্গ সখা ছিলেন। আকাই হাটে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।

১৬। সদাশিব কবিরাজ — সদাশিব কবিরাজ ব্রজের চন্দ্রাবলী সখী ছিলেন। বোধখানায় তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার পিতা কংসারি সেন, পুত্র পুরুষোত্তম দাস, পৌত্র কানু ঠাকুর। ইহারা সকলে ব্রজের পরিকর ও শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

১৭। পুরুষোত্তম দাস — পুরুষোত্তম দাস সদাশিব কবিরাজের পুত্র ব্রজের দাম সখা। সুখসাগরে তাঁহার শ্রীপাট।

১৮। মহেশ পণ্ডিত — মহেশ পণ্ডিত ব্রজের মহাবাহু সখা, পালপাড়ায় তাঁহার শ্রীপাট।

১৯। চতুর্ভুজ-নন্দন-গঙ্গাদাস — ইহারা নবদ্বীবাসী। চতুর্ভুজ পণ্ডিতের তিন পুত্র — নন্দন আচার্য্য, গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস। নন্দন আচার্য্যের ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু লীলারঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

২০। আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ — ইনি পূর্ব অবতারে লঘিমা নামক অষ্টসিদ্ধির একজন।

২১। মাধবানন্দ ঘোষ — মাধব ঘোষ পূর্ব অবতারে রসোল্লাসা সখী ছিলেন। তমলুকে ইহার শ্রীপাট বিরাজিত। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিনজনেই বৈষ্ণব সঙ্গীতের লেখক। মাধব ঘোষের সঙ্কীর্ত্তনগুণে প্রভু তাঁহাকে অভঙ্গ স্বর প্রদান করিয়াছিলেন।

২২। বাসু ঘোষ — পূর্ব অবতারে গুণতুঙ্গা সখা ছিলেন। গৌরাঙ্গপুরে তাঁহার সেবা বিরাজিত।

২৩। শ্রীজীব পণ্ডিত — শ্রীজীব পণ্ডিত ব্রজের ইন্দিরা সখী। তিনি গৌরাঙ্গদেবের মাতুল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র।

**— সমাপ্ত —**

## বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে

## শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

## গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ঃ—

( শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা,
ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫, মোবাইল ঃ ০৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭ )

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য — ২০ টাকা ( শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ )। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত — ৪০ টাকা ( শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী )। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় — ১০ টাকা ( ১০৮ জন লেখক পরিচিতি )। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন — ৮৫ টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী — ২৬০ টাকা ( পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে )। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী — ৩৫ টাকা ( শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী )। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ — ২৫ টাকা ( শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ )। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত — ৪০ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার — ২০ টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ — ১০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় — ২০ টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত — ৩০ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ১৪। সাধকস্মরণ — ২০ টাকা ( অষ্টক প্রণাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি )। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয় — ১০ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি — ৮০ টাকা ( বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন )। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব — ১৫ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি — ২০ টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় — ২৫ টাকা ( ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা )। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী — ২০ টাকা ( গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ )। ২২। অনুরাগবল্লী — ৭ টাকা ( শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা )। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য — ২০ টাকা ( শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্র্যময় রহস্যাদি )। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ — ২৫ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য — ৮০ টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা — ২০ টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী — ২০ টাকা ( প্রভু

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড — ২০ টাকা (নরহরি সরকারের পদাবলী)। ২য় খণ্ড — ৬০ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ)। ৩য় খণ্ড — ৪০ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)। ৪র্থ খণ্ড — ৩০ টাকা (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)। ৫ম খণ্ড — ২৫ টাকা (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)। ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৫০ টাকা (বলরাম দাসের পদাবলী)। ৭ম খণ্ড — ৪০ টাকা (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)। ২৯। অভিরাম বিষয় অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় — ২০ টাকা (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় — ২৫ টাকা (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)। ৩১। মনঃ শিক্ষা — ১৫ টাকা। ৩২। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং) — ৭ টাকা। ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড — ৪০ টাকা। ২য় খণ্ড — ৩০ টাকা। ৩য় খণ্ড — ৩০ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন — ৩০ টাকা। ৩৬। রসিক মণ্ডল — ৫০ টাকা (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী)। ৩৭। চৈতন্য শতক — ১০ টাকা (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত)। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ — ৪০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া — ৫ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড — ১০ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী — ২৫০ টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত — ২০ টাকা (প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত)। ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী — ২০ টাকা। ৪৪। অদ্বৈত মঙ্গল — ৪০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা — ৩৫ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত — ৩০০ টাকা (ব্যাখ্যাসহ)। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টিরহস্য — ১৫ টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস — ৭ টাকা (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা — ২০ টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর — ২০ টাকা। ৫১। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ১৫ টাকা। ৫২। শ্রীভক্তিরত্নাকর — ৩০০ টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য — ১৫ টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য — ১৫ টাকা। ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত — ১০ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ৩০ টাকা (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসসহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)। ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা — ৩০ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল — ১৫০ টাকা (শ্রীলোচনদাস বিরচিত)।

৫৯। শ্রীরূপ - সনাতনের রামকেলি লীলা — ২০ টাকা। ৬০। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব — ১০ টাকা। ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ — ২০ টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান — ২০ টাকা। ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তম পদাবলী — ৩০ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী — ৬০ টাকা ( শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসকৃত বঙ্গানুবাদ)। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা — ২৫ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা — ২৫ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা — ৩০ টাকা ( ব্যাখ্যাসহ )। ৬৮। নরোত্তম বিলাস — ৬০ টাকা। ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী — ১০০ টাকা। ৭০। সংকল্প কল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ — ৩০ টাকা। ৭১। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন — ২০ টাকা। ৭২। শ্রীগুরুদেবই প্রেমকল্পতরু — শ্রীতুলসীদাস বাবাজী — ২৫ টাকা। ৭৩। বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপ — ১০ টাকা। ৭৪। শ্রীঅদ্বৈত বিষয়ক রচনাবলী — ১০০ টাকা। ৭৫। শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী বিষয়ক রচনাবলী — ৫০ টাকা।
( শ্রীনিবাস আচার্য্য গুনলেশ সূচক ঃ কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি )।

—— ——

## শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে

## বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

### জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নরহরি সরকারের পদাবলী — ভিক্ষা ৬০ টাকা ( শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ )। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৬০ টাকা ( শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ )। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৪০ টাকা ( শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ )। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৩০ টাকা ( শ্রীগৌরলীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ )। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী — ভিক্ষা ২৫ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী — ভিক্ষা ৫০ টাকা ( ১৮৫টি পদ )। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী — ভিক্ষা ২০ টাকা ( ১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী )। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী — ভিক্ষা ৩০ টাকা ( ১৬৮টি পদ )। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী — ভিক্ষা ১২০ টাকা।

# শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের গুরুধাম
# জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
# দর্শনে আসুন

**মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন**

**পথ নির্দেশ ঃ-**

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" ষ্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।